এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার ।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥ ১১১ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে ।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য

১১০। ব্রহ্মা তপস্যাদ্বারা ভগবানের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া সৃষ্টিমানসে স্তব করিতেছেন,—

ননু হে নাথ (হে প্রভো) শ্রুতেক্ষিতপথঃ (শ্রুতং শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-শ্রবণং তেন ঈক্ষিতঃ দৃষ্টঃ পন্থাঃ যস্য সঃ) ত্বং পুংসাং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজে (ভক্তিযোগেন প্রেম্ণা পরি-ভাবিতং যোগ্যতাং আপাদিতং যৎ হৃৎসরোজং তস্মিন্) আসসে (তিষ্ঠসি)। তে ধিয়া যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি (চিন্তয়ন্তি), হে উরুগায়, (উরুধা এব গীয়স ইতি উরুক্রম) সদনুগ্রহায় (সতাং ভক্তানাং অনুগ্রহায়) তৎ তৎ বপুঃ (শরীরং) প্রণয়সে (প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সি)।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং নাম তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন যে, তিনটী গূঢ় প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম তাৎপর্য্য এই,—আমার প্রেমের আশ্রয়ই রাধিকা ; আমি সেই প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখকে অনুভব করিতে পারি না, সুতরাং আশ্রয়স্বরূপ রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিব। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই—আমার নিজমাধুরী শ্রীমতী রাধিকা আস্বাদন করেন, তাহা জগদাকর্ষক হইলেও, আমি তাহা আস্বাদন করিতে পারি না ; সুতরাং রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার না করিলে আমার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তৃতীয় প্রয়োজন এই—শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ আমি যাহা লাভ করি, তদপেক্ষা রাধিকা আমার সঙ্গে অধিক সুখ লাভ করেন। তবেই আমাতে এমন এক অপূর্ব্ব রস আছে, যাহা ভোগ করিয়া রাধিকার সুখ অধিক হইয়াছে। আমার পক্ষে বিজাতীয়ভাবে সে সুখ অনুভব করা সম্ভব হয় না। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া রাধিকার স্বজাতীয়ভাবে আস্বাদন করিতে পারিব—এই তিনটী গূঢ় বাঞ্ছা পূরণ করিবার ইচ্ছায় চৈতন্যের অবতার। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাদি এবং অদ্বৈতাদি-ভক্তগণের আরাধন—অবতারের বাহ্যকারণ মাত্র। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তদিগের মধ্যে প্রধান ; তাঁহার কড়চা-শ্লোকেই এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায়। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক-দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে কাম ও প্রেমের তাত্ত্বিক ভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনাকে কামতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরকৃপায় কৃষ্ণস্বরূপ-নির্ণয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্ ।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অজ্ঞব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে শাস্ত্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রজ-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন।

৪-৬। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকের সারার্থ এইরূপ

মূল-শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৪ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৪র্থ শ্লোক-তাৎপর্য্য—
নাম-প্রেম-প্রচারই গৌরাবতারের বাহ্য কারণ ঃ—

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার ।
প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য

১। বালঃ (অর্ভকঃ) অপি শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন (গৌরকৃপয়া) শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য) তদ্রূপস্য (রাধাকৃষ্ণা-ভিন্নগৌররূপস্য) বিনির্ণয়ং (তত্ত্বনির্দ্দেশং) কুরুতে।

সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু, শুন, আছে অন্তরঙ্গ ॥ ৬ ॥

গৌরাবতারের গুহ্যকারণ-বর্ণনমুখে প্রথমে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুলীলার বৈচিত্র্যবর্ণন ঃ—

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ৭ ॥

বিষ্ণুর কার্য্য—সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ ; স্বয়ং কৃষ্ণের তাহা নহে ঃ—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন ॥ ৮ ॥

অবতারী কৃষ্ণের অবতরণ-কালে তাঁহার সহিত অবতার বিষ্ণুর মিলন ঃ—

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৯ ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥ ১০ ॥
নারায়ণ, চতুর্ব্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর ॥ ১১ ॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ ১২ ॥

দেহস্থিত অংশ-বিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভারহরণ ও পালন-লীলা ঃ—

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে ॥ ১৩ ॥
আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি' অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥ ১৪ ॥

বিধিভক্তি-প্রচারার্থ বিষ্ণুর অবতার, রাগভক্তির প্রচারার্থ কৃষ্ণের গৌরাবতার ঃ—

প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৫ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ ১৬ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৭ ॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৮ ॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিরূপিত করা হইয়াছে—প্রেম অর্থাৎ প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিবার জন্য গৌরাঙ্গের অবতার ; সেই সিদ্ধান্ত যেহেতু উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাও বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহ্য, গূঢ় নয় ; একটী অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গূঢ় হেতু আছে, তাহা বলিতেছি।

৭-১৯। যে-সময় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন জগতের ভার-হরণের কালও উপস্থিত হইয়াছিল। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা ; ভারহরণ, স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নয়। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার সময় ভারহরণের কাল উপস্থিত হইলে, পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণে সুতরাং নারায়ণ, চতুর্ব্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, মৎস্যাদি অংশাবতারসকল, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার—সকলেই কৃষ্ণের অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ণ ভগবানে তাঁহার অঙ্গ ও অংশাদি-খণ্ডরূপ ভগবদবতারসকল অবশ্যই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপে ছিলেন। বিষ্ণুদ্বারাই কৃষ্ণ অসুরসকল সংহার করেন। অসুরমারণ কেবল কৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গ কর্ম্মমাত্র। কিন্তু কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ এই যে, প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য এবং রাগ ও

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভক্তিকে জগতে প্রচার করিবার জন্য পরমরসিক ও পরমকারুণিক কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মনের ভাব এই যে,—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে জগৎ পরিপূরিত ; সেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে শিথিল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে আমার প্রীতি নাই ; যে ভক্ত আপনাকে হীন জানিয়া আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্যগত, আমি কখনই সে প্রেমের অধীন হই না ; আমাকে যে যেভাবে ভজন করে, আমিও তাহাকে সেইভাবে ভজন করি,—ইহাই আমার স্বভাব।

অনুভাষ্য

১৭। আদি, ৩য় পঃ ১৬ সংখ্যায় এই পদ্য দ্রষ্টব্য।

২০। পূর্ব্বে সূর্য্যকে ভগবান্ যে যোগবিষয়ক উপদেশ দেন, তাহা পারম্পর্য্যক্রমে আগত হইয়া বিপর্য্যয় লাভ করিলে পুনরায় অর্জ্জুনকে তাহাই উপদেশ করেন। এই শ্লোকটী ভগবান্ স্বীয় প্রকটলীলা-কারণ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

হে পার্থ (অর্জ্জুন), যে (ভক্তাঃ) যথা (যেন ভাবেন) মাং (কৃষ্ণং) প্রপদ্যন্তে, অহং তথৈব তান্ ভজামি (অনুগৃহ্ণামি)। মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ এব) মম বর্ত্ম (সিদ্ধমার্গং) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরন্তি)।

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি ।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥ ২১ ॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন ।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ ২২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২৩ ॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন ।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। হে পার্থ! যিনি আমাকে যেভাবে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার নিকট সেইভাবে প্রাপ্য হই ; সকল মানবই আমার বর্ত্ম অর্থাৎ মৎপ্রদর্শিত পথের অনুগামী।

২১-২২। 'কৃষ্ণ আমার পুত্র' এইরূপ বাৎসল্য, 'কৃষ্ণ আমার সখা' এইরূপ সখ্য, ' কৃষ্ণ আমার প্রাণপতি' এইরূপ মধুরভাবে শুদ্ধভক্তি করেন, রসভেদে আমাকে হীন জানিয়া আপনাকে বড় মনে করেন, সেইভাবে আমি তাঁর অধীন হই। 'শুদ্ধভক্তি'—জ্ঞানকর্ম্ম-আবরণহীন, অন্যাভিলাষিতাশূন্য, আনুকূল্যসঙ্কল্পযুক্ত কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি।

২৩। আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ! আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।

অনুভাষ্য

২১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা 'ভক্তি' ও 'শুদ্ধভক্তি' কথার সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্ধভক্তি' কথারও উল্লেখ দেখিয়া ভক্তির ত্রিবিধ বিভাগ লক্ষ্য করি। অন্যাভিলাষিতাযুক্ত, জ্ঞানকর্ম্মযোগাদি-দ্বারা আবৃত, কৃষ্ণেতর-ভোগানুশীলনের সহিত হরিসেবার সজ্জাকে 'বিদ্ধভক্তি' বলে। কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা ও ভোগময়-ব্রতমিশ্রা প্রভৃতি (দ্বারা) আবৃত সেবাচেষ্টা বিদ্ধভক্তির অন্তর্গত। উহাতে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যরূপ চেষ্টা বর্ত্তমান। অবিদ্ধা-সেবাময়ী বিধির অনুগমনে 'ভক্তি' হইয়া থাকে। এই ভক্তি বিদ্ধভক্তি হইতে স্বতন্ত্রা ও বিষ্ণুর অনুকূল-চেষ্টাময়ী। রাগাত্মিকজনের অহৈতুকী, নিত্যা হরিসেবার অনুগমনে যে লোভোদিত প্রেমসেবা, তাহাই শুদ্ধভক্তি ; তাহা কেবলমাত্র বিধিচালিত নহে। 'বৈধীভক্তি' বা 'ভক্তি' বা 'অবিদ্ধা ভক্তি' শুদ্ধভক্তির সাহায্য-কারিণী হইলেও 'শুদ্ধভক্তি'-শব্দে রাগানুগা সেবাকেই লক্ষ্য করে। শুদ্ধভক্তিকে ভক্তি-পর্য্যায়ে 'পরাকাষ্ঠা'

সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ ।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম ॥ ২৫ ॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন ।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ ২৬ ॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার ।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৭ ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার ।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ ২৮ ॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে ।
যোগমায়া করিবেক আপনপ্রভাবে ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮-৩৩। বৈকুণ্ঠাদ্যে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগোলোকাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, সেই সেই লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব। সেই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপ-শক্তি অবিচিন্ত্যপ্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায়

অনুভাষ্য

বলা যায়। ইহা গোলোকস্থিতা রাগময়ী ভক্তি, আর বৈধীভক্তি পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠস্থিতা গৌরবময়ী ভক্তি।

২৩। স্যমন্তপঞ্চকে সূর্য্যগ্রহণ-উপলক্ষে দ্বারকা হইতে যাদবগণ এবং ব্রজ হইতে সগোষ্ঠী নন্দমহারাজ উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। গোকুলবাসিনী ব্রজগোপীসকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন হইলে গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

ময়ি ভূতানাং (প্রাণিনাং) ভক্তিঃ (শ্রবণকীর্ত্তনাখ্যা) অমৃতত্বায় (নিত্যপার্ষদত্বায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি) হি। ভবতীনাং (গোপীনাং) মদাপনঃ (মৎসাক্ষাৎকারকঃ) মৎস্নেহঃ যৎ আসীৎ, তৎ দিষ্ট্যা (তৎ তু মদ্ভাগ্যেনৈব)।

২৬। শুদ্ধ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া পরমাত্মীয়-জ্ঞানে আশ্রয়ের বিষয়ের প্রতি যে শাসন-প্রতিম দুর্ব্বচন, উহা আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক প্রীতিরই পরিচায়ক। যে-স্থলে বিষয়কে পূজ্য ও গুরুবুদ্ধি হয়, তথায় স্বাভাবিকী প্রীতির শৈথিল্য ন্যূনাধিক বর্ত্তমান। প্রীতিরহিত অজ্ঞজনগণের (জন্য) যে বিধি ও নিষেধ-সমূহ বেদশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাদৃশ বিধিবাধ্যজনোচিত গৌরববাক্যসমূহের সহিত প্রীতিমূলক বাক্যের তারতম্য-বিচারে উহাতে গৌরব-পূজার অভাব থাকিলেও তাহার ঔৎকর্ষ বৈধস্তুতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণেতর-বিষয়মুক্ত শুদ্ধভক্তের ভগবত্তার সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। তাদৃশ সম্বন্ধজ্ঞানে যে নিত্যবৃত্তির উদয় দেখা যায়, তাহা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈধ গৌরব অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উপাদেয়।

২৯। বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি মায়াতীত রাজ্যে ভগবানের যে সমস্ত

আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন ॥ ৩০ ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি' রাগে দুঁহে করয়ে মিলন ।
কভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমার নিত্যপ্রিয়া গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতির ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না, অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার সর্ব্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তিস্বরূপ হইয়াও গোপীগণও তাহা জানিতে পারিবেন না। আমার ও আমার গোপীগণের অদ্ভুতরূপগুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধরাগমার্গে আমাদের পরস্পরের মিলনসুখ উদিত হইবে ; কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ দৈব-ঘটনার ন্যায় উদিত হইবে। এই সমস্ত রসের নির্য্যাস আমি আস্বাদন করিব এবং ভক্তদিগকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব্বভক্তকে সেই রস দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নির্ম্মল রাগ প্রকট করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করত আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবে।

অনুভাষ্য

লীলাবৈচিত্র্য প্রকটিত আছে, তাহাতে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের চমৎকারিতা নবনবায়মান হয় না। তদুপরিস্থিত অর্থাৎ গোলোকের, যেখানে স্বয়ংরূপের নিজসুখতাৎপর্য্যপর লীলা প্রকটিত, তাদৃশী লীলার উৎকর্ষ ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভক্তগণের নিকট প্রদর্শন করিবার জন্য প্রপঞ্চে প্রকটিত করিবার ইচ্ছা। আশ্রয়ের নিজবিচারে বিষয়ের প্রতি বৈধ গৌরব অপেক্ষা, আশ্রয়ের যাঁহার প্রতি বৈধ গৌরব বর্ত্তমান, তাঁহাকে (পতিকে) বঞ্চনা ও পরিহার করিয়া কৃষ্ণানুরাগবশে ঐশ্বর্য্যব্যতিরিক্ত মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যে চেষ্টা দেখা যায়, সেই পারকীয়া সেবাপ্রবৃত্তি যোগমায়া হইতে

এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ৩২ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য

সম্পন্ন হয়। তাদৃশ চিন্ময়ী মায়ার প্রভাব বিষয়েরও অজ্ঞেয় বিষয়, তাহা তাঁহার কৃপাস্বরূপা যোগমায়াকর্ত্তৃকই সম্ভবপর।

৩০। ঈশ্বরের বশ্যের প্রতি যে ভাব বর্ত্তমান, সেই ভাবের অনুভূতিতে আশ্রয়ের বিষয়ের চমৎকারিতা উৎপাদনের চেষ্টা (ঈশ্বরের) উপলব্ধি হয় না। এজন্যই যোগমায়ার বিশেষত্ব বর্ণনে আশ্রয়-জাতীয়ের সহায় বলিয়া উল্লেখ। বিষয় ও আশ্রয়, উভয়ের নিজ নিজ ভাবের অনুভূতিতে একে অপরের ভাবের প্রতীতিতে অবস্থিত হইতে আকৃষ্ট হন। এই লীলাবৈচিত্র্য সম্বন্ধে বাহ্যজগতে ভ্রমণশীল জনগণ প্রবেশ করিতে পারেন না। তত্তদ-বস্থ না হইলে অথবা তাহাতে রুচিবিশিষ্ট না হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের এই অভিজ্ঞতা-লাভের সৌভাগ্য উদিত হয় না।

৩১। মর্য্যাদাময় বৈধধর্ম্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণ ও গোপী পরস্পর আকর্ষণক্রমে বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক মিলিত হন। তাঁহাদের পরস্পরের বৈধ কর্ত্তব্য তৎকালে স্তব্ধ হয় এবং পরস্পরের উদ্দীপনাক্রমে মিলিত হইতে বাধ্য হন। মিলনোৎকর্ষের সমৃদ্ধির জন্য কোন সময় বিপ্রলম্ভ-রসদ্বারা উহাই পুষ্ট হয়। প্রাকৃত জড়জগতে অনুপাদেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্মের অবস্থানহেতু বিপ্রলম্ভের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যে বিয়োগকালে সমাবেশজনিত চমৎকারিতা সমৃদ্ধ হয়। মিলনে প্রার্থনীয় বস্তুর অস্মিতাবগতির কিঞ্চিৎ শিথিলতা, পরন্তু বিরহে তত্তদ্ভাবের সংযোগস্পৃহার প্রাবল্যহেতু উহাও অধিকতর চমৎকারিতা উদয় করায়।

৩৩। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তৎকৃত 'মনঃশিক্ষা'য়—

অমৃতানুকণা—২৯। "গোলোকে শুদ্ধ চিৎ-প্রতীতি। তথায় জড়-প্রতীতি মাত্র নাই। রসপুষ্টির জন্য চিৎশক্তি যে-সকল বিচিত্র ভাব উদয় করিয়াছেন, তাহাতে অনেকস্থলে অভিমান বলিয়া একটী সত্তা আছে। গোলোকে কৃষ্ণ অনাদি, জন্মরহিত। তথাপি তথায় নন্দ-যশোদারূপ লীলাসহায়-সত্ত্বসকল পিতৃত্ব-মাতৃত্ব-অভিমানদ্বারা বৎসলরসকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন। শৃঙ্গাররসে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাদি অভিমানরূপে বর্ত্তমান। আবার পরকীয়ভাবে শুদ্ধসকীয়ত্ব-সত্ত্বেও পরকীয় অভিমান এবং ঔপপত্য অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। ব্রজে সেই সেই অভিমান মায়া-প্রত্যয়িত স্থূল হইয়া লক্ষিত হইতেছে। যশোদার প্রসব, কৃষ্ণের সূতিকা-গৃহ, অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত নিত্যসিদ্ধাদিগের উদ্বাহমূলক পরকীয় অভিমান অত্যন্ত স্থূলরূপে লক্ষিত হয়। এ সমস্তই যোগমায়া-কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং অতি সূক্ষ্ম-মূলতত্ত্বে সংযোজিত—কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং গোলোকের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ** শুদ্ধ-স্বকীয়ত্ব বৈকুণ্ঠে বিরাজমান। স্বকীয়ত্ব পরকীয়ত্ব অচিন্ত্যভেদাভেদরূপে গোলোকে লক্ষিত হয়। আবার দেখ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রজে পরকীয়ভাব স্থূল হইয়া পর-দার ঘটনার ন্যায় দেখা গেলেও তাহাতে পরদারত্ব নাই। কেননা কৃষ্ণশক্তিগণ কৃষ্ণের নিজশক্তি। অনাদিকাল হইতেই তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সংযোগ থাকায় স্বকীয়ত্ব ও দাম্পত্যই সিদ্ধ হয়। অভিমন্বাদি কেবল তত্তৎ অভিমানের অবতার বিশেষ—কৃষ্ণের লীলাপুষ্টির জন্য পতি হইয়া কৃষ্ণকে উপপতিভাবে ব্রজরঙ্গের নেতা করিয়াছেন। প্রপঞ্চাতীত গোলোকে অভিমান-মাত্রেই রসের সম্পূর্ণ পুষ্টি হয়। প্রপঞ্চান্তর্গত গোকুলে বিবাহধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মলঙ্ঘন-প্রতীতির জন্য (অভিমন্বাদি) পৃথক্ সত্ত্বরূপে তত্তৎ অভিমানের প্রকটতা যোগমায়া-কর্ত্তৃক সিদ্ধ।" (জৈবধর্ম্ম)

রাগানুগ সাধনসিদ্ধ মুক্তপুরুষেরই অপ্রাকৃত রাসলীলা-শ্রবণে অধিকার ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩৬)—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪। ভক্তদিগের অনুগ্রহের জন্য ভগবান্ নরদেহ প্রকটপূর্ব্বক যে রাসলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করত তদধিকারী ভক্তজন সেই লীলাপর হইয়া সেই ক্রীড়া ভজন করিবেন।

অনুভাষ্য

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু" এবং শ্রীকুলশেখর সম্রাট্ তৎকৃত 'মুকুন্দমালা' স্তোত্রে—"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে, যদ্যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি, ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।" ইত্যাদি শ্লোকে স্বধর্ম্মাতীত রাগভক্তির কথা লিখিয়াছেন ; (ভাঃ ১১।১১।৩২)—"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।।"

৩৪। রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট কৃষ্ণের পারকীয়-বিহারের যাথার্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শুকদেবের উক্তি,—

ভক্তানাং (রসভেদাবস্থিতানাং হরিজনানাং) অনুগ্রহায় (কৃপা-বিতরণায়) মানুষং দেহং (নরোচিতং পরম্ অপ্রাকৃতশরীরম্) আশ্রিতঃ (দধৎ) তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে (করোতি), যাঃ (ক্রীড়াঃ লীলাঃ) শ্রুত্বা (অন্যোঽপি জনঃ ভগবতি শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা) তৎপরঃ (কৃষ্ণসেবাপরায়ণঃ) ভবেৎ।

৩৪-৩৫। অনন্তলীলাময় ভগবানের বিবিধ প্রকাশমূর্ত্তি নিত্য বিরাজমান। সেই গোলোক-বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনরূপ দেবীধাম। প্রপঞ্চান্তর্গত বিচিত্রতা গোলোক-বৈকুণ্ঠের অনুরূপ হইলেও তাহাতে পরিচ্ছেদ, অবরতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তা ও কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম অবস্থিত। বিষয়-বিগ্রহের বিবিধ প্রকাশসমূহ আশ্রিত জীবকুলের যথোপযোগী সেব্য-সেবনধর্ম্মে নিত্যস্থিতি-বান্। বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধসত্ত্ব ও প্রপঞ্চে মিশ্র ও গুণময় সত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। বিষয় ও আশ্রয়ে নিত্যানুভূতিতে বিবিধ লীলাবৈচিত্র্য নিত্য বর্ত্তমান থাকায় আশ্রয়ের উপযোগিতা-বিচারে "নরতনু ভজনের মূল"—এই বাক্যের সার্থকতা আছে। প্রপঞ্চে মানবজাতি সৃষ্টি-পর্য্যায়ে উন্নতস্তরে অবস্থিত। আশ্রয়জাতীয় জীবকুল প্রপঞ্চে অবস্থানকালে তাঁহার উপযোগী বিষয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করেন। ভগবানের মানুষরূপ ব্যতীত অমানুষিক বিবিধ রূপ

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ ৩৫ ॥

রাগময়ী ভক্তি-প্রচারেচ্ছাই শ্রীগৌরাবতারের মুখ্য কারণ ঃ—

এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কারণ।
অসুরসংহার—আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫। উক্ত শ্লোকে "ভবেৎ" পদরূপ ক্রিয়ায় বিধিলিঙ্ ব্যবহার করা হইয়াছে ; অতএব ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত ; অন্যথা অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ আছে।

৩৬-৩৯। কৃষ্ণবতারে যেরূপ উক্ত বাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছিলেন, অসুর-সংহার মূলপ্রয়োজন ছিল না, কেবল আনুষঙ্গিক প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ গৌরাবতারে কৃষ্ণচৈতন্য

অনুভাষ্য

আছে। জীবের স্বরূপবৃত্তির উন্মেষণে ভজনীয় বস্তুর প্রকাশভেদে লীলার বৈচিত্র্য। সেই লীলাবৈচিত্র্যের উপযোগিতা-বিচারে তারতম্য-কথনে মানুষদেহেই নিত্য লীলাশ্রিত ভক্তগণে অধিক কৃপা বিতরিত হয়। সেইরূপ লীলা প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে সর্ব্বোত্তম মানবগণ সেব্যবস্তুর তত্তৎসেবায় উৎসাহিত হন। ভজনপরাকাষ্ঠায় ভজনীয় বস্তুর অনুভূতি-বর্ণন-শ্রবণে স্বরূপো-ন্মেষের বিপুল সহায়তা হয়। পঞ্চবিধ স্থায়িভাব রতির মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট মধুর রতি সামগ্রীযোগে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের প্রকাশ করে, তাহাতে লব্ধরুচি ভক্তেরই একমাত্র অধিকার। রুচিলাভের সুবিধার জন্য ভগবান্ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি-লীলার বিনিময়ে রামাদি-লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন। আবার রামাদি মানুষী লীলায় যে রসের চমৎকারিতা প্রবল নহে, তাহা জীববুদ্ধির নিতান্ত গম্য না হইলেও বা নিতান্ত দুর্ল্লভ হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিচারের তারতম্যে পারকীয়া মধুর রতি অতুলনীয় নবনবায়মান চমৎকারিতা প্রকাশ করে।

প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট সাহজিকগণ অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের কথা বুঝিতে না পারিয়া যে ব্যভিচার আনয়ন করে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় গোলোকের বৈচিত্র্য উদ্দিষ্ট হয় না, উহা মলিনচিত্তকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় অধঃপাতিত করায় মাত্র। অপ্রাকৃত-লীলায় অধোক্ষজ সেবা বর্ত্তমান। প্রাকৃত সাহজিকগণ সেই কথা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণসেবাকে ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-জ্ঞানে ভ্রান্ত হন। প্রপঞ্চাগত ভগবল্লীলা কিছু প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচরণ-ভূমিকা নহে। যোগমায়া-নির্ম্মিত কৃষ্ণরাসাদি প্রাকৃত-বিচারে সুষ্ঠুভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সহজিয়া-সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলাকে নশ্বর ভোগান্তর্গত মনে করে। তাহারা "তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্" ও "তৎ-পরো ভবেৎ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রাকৃততত্ত্বের

ধর্ম্মসংস্থাপনাদি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ বা গৌরের মুখ্য কার্য্য নহে ঃ—

এই মত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ ।
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩৭ ॥

স্বাংশ যুগাবতারের সহিত অবতারীর মিলন ঃ—

কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন ।
যুগধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৮ ॥

গুহ্য ও বাহ্য কারণবশতঃ অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং আচার ও প্রচার—

দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৯ ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে ।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পূর্ণতম ভগবান্। নামকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন তাঁহার নিজকার্য্য ছিল না, পরন্তু কোন গূঢ় কারণের জন্য যখন পূর্ণ ভগবান্ অবতীর্ণ হইতে মনন করিলেন, ঘটনাক্রমে সেইসময় যুগধর্ম্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং গৌরাঙ্গের গূঢ় অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এবং যুগধর্ম্ম-প্রচাররূপ বাহ্য প্রয়োজন—এই দুই হেতুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি প্রেম ও নামসঙ্কীর্ত্তন ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে মাত্র। "তাদৃশীঃ ক্রীড়া"-শব্দের অর্থভ্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণে নিমগ্ন হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অপ্রাকৃত রতিই "তাদৃশী"-শব্দের মুখ্যার্থ। অবিদ্যাগ্রস্ত হরিবিমুখ জীব অপ্রাকৃত ক্রীড়া পরিহার করিয়া অক্ষজ-জ্ঞানে জড়ভোগোন্মত্ত হইয়া এই শ্লোকের কদর্থ করে। **সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীব প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ে।**

বিধিলিঙের "ভবেৎ"-পদ দেখিয়া কেহ এই রুচিলভ্য রাগানুগ পথকে অধিকার-নির্ব্বিশেষে অনর্থযুক্ত ভোগীরও বৈধপথ মনে না করেন। প্রপঞ্চে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার আছে। গোলোক-বৃন্দাবনে তাদৃশ বিধি অবস্থিতি হইতে পারে না। সেখানে অনুরাগের পথেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সকল আশ্রিত-তত্ত্ব কৃষ্ণ-প্রীতিরূপ উপাদেয়তার অনুসন্ধান করেন।

যদি কেহ জীবাত্মার নিত্য ও অবশ্য সেব্য প্রপঞ্চাগত পরমশ্রেষ্ঠ মধুরভাবে উদাসীন হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎসেবা ছাড়িয়া নশ্বর জৈব-লাম্পট্যে অধঃপাতিত হইবেন। মধুররতিতে তৎপর না হইলে জীবের মধুর-রতির বিপরীত হেয় জড়ভোগবাদ প্রবল হইয়া যাইবে। সেইরূপ, বৎসলরতিতে কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইলে ভোগপ্রবৃত্তি তাঁহাকে নশ্বর পুত্র-বাৎসল্যে

এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার ।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৪১ ॥

শান্ত-ব্যতীত চারিরসের আশ্রয়বর্গের কৃষ্ণপ্রীতিই কাম্য ঃ—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার ।
চারি প্রেম, চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার ॥ ৪২ ॥

ভক্তগণের নিজ নিজ রসের শ্রেষ্ঠতা-মানন ঃ—

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি' মানে ।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে ॥ ৪৩ ॥

নিরপেক্ষ বিচারে অপ্রাকৃত মধুররসে অন্যান্য রস অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কৃষ্ণপ্রীতিচেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঃ—

তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি ।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪২-৪৪। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—এই চারিপ্রকার রসের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণসুখাস্বাদনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তটস্থ হইয়া অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসের মাধুরী আর তিন রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির হইবে।

অনুভাষ্য

অধঃপাতিত করিবে। সেইরূপ, কৃষ্ণকে একমাত্র বন্ধুজ্ঞান না করিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ নশ্বর বন্ধুগণ আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করিবে। সেইরূপ, ভগবদ্বিমুখতা উপস্থিত হইলে জীব কৃষ্ণসেবায় উদাসীন হইয়া ভোগপর ইন্দ্রিয়সেবী নশ্বর-দেহের ভৃত্যবৃত্তি করিতে করিতে স্বরূপবিভ্রান্ত হইবে। সেইরূপ, কৃষ্ণে নিরপেক্ষ-বুদ্ধি না হইলে জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া জড়বস্তুতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রস্তরতা-নামক মোক্ষ বা নির্ব্বাণের দাস হইয়া নির্ব্বিশেষ-বাদী হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণলীলা-প্রবেশে যাহার ঔদাসীন্য হইবে, তাহারই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবুদ্ধি এবং তন্নিবন্ধন সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মে ঔপাধিক অস্মিতা সমৃদ্ধ হইয়া তাহাকে চরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করিবে।

৪১। কৃষ্ণ ঔদার্য্যলীলার প্রাকট্য-বাসনায় তাঁহার নিত্য গৌরলীলা প্রপঞ্চে প্রকাশিত করিয়াছেন। নিত্য গৌরলীলায় কৃষ্ণের ভক্তভাবই তাঁহার নিত্যলীলার চমৎকারিতা। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ নিত্যগৌরলীলা প্রপঞ্চে অবতারণ করাইয়া সেব্য কৃষ্ণের সেবা জীবের সুলভ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে প্রাকৃত-সাহজিক লম্পট-সম্প্রদায় যে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তভাব অঙ্গীকার বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগবিগ্রহ বলিয়া অবৈধভাবে সাজাইতে চাহে এবং আপনাদিগকে "নদীয়-নাগরী" বা "গৌরনাগরী" প্রভৃতি কাল্পনিক অভিধানে ভূষিত করিয়া নিত্য বিপ্রলম্ভ রসের ভক্ত বা আশ্রয়-জাতীয় ভাবের বিলোপ সাধন

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে উত্তরোত্তর
কৃষ্ণসুখাস্বাদনের আধিক্য ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।৩৮)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি ।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥

মধুররসে দ্বিবিধা স্থিতি, স্বকীয়া ও পরকীয়া ঃ—

অতএব মধুর রস কহি তার নাম ।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪৬ ॥

তন্মধ্যে পরকীয়-ভাবের কৃষ্ণপ্রীতির সর্ব্বাধিক্য এবং
কেবলমাত্র ব্রজেই অধিষ্ঠান ঃ—

পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস ।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ৪৭ ॥

ব্রজললনায় পারকীয়-ভাবের নিত্যাবস্থান এবং
শ্রীরাধায় উহার পরাকাষ্ঠা ঃ—

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি ।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ ৪৮ ॥
প্রৌঢ়-নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম ।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস-আস্বাদ-কারণ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক গৌররূপে
নিজবাঞ্ছাত্রয়-পূরণ ঃ—

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি' ।
সাধিলেন নিজবাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। উল্লাসময়ী রতি উত্তরোত্তর আস্বাদনবিশেষ প্রতীত হয়। সেই রতি স্থলবিশেষে বাসনাক্রমে পরমাস্বাদন-বিশেষ হইয়া মধুর-রসরূপে প্রকাশ পায়।

৪৬-৫০। আর তিন রস অপেক্ষা শৃঙ্গাররসের মাধুরী অধিক হওয়ায় তাহাকে 'মধুর রস' কহা যায়। সেই মধুর রসের দ্বিবিধ স্থিতি—স্বকীয় ও পারকীয়। কৃষ্ণকে বিবাহিত পতিজ্ঞানে মধুররস উদিত হইলে, তাহাকে স্বকীয়-মধুররস বলি ; কৃষ্ণকে উপপতি-জ্ঞানে মধুররস উদিত হইলে তাহাকে পারকীয় মধুর রস বলি। মধুররস-বিচারকেরা ইহা একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারকীয়ভাবে মধুররসে উল্লাস অধিক, ব্রজ বিনা এই রসের অন্যত্র স্থিতি নাই। অনেকে মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-গোলোকবিহারী—স্বল্পকালের জন্য ব্রজে উদিত হইয়া এই পারকীয়-ভাবে লীলা করিয়াছিলেন। ইহা গোস্বামিপাদদিগের মত নয়। শ্রীগোস্বামিপাদদিগের মতে ব্রজবিহারও নিত্য। নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই 'ব্রজ'। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজেও সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয়-রসের নিত্যা-বস্থান। কবিরাজ-গোস্বামী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন,—"অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।।" "ব্রজের সহিতে"—এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজ' বলিয়া একটী চিন্ময়ধামে অচিন্ত্যপীঠ আছে ; সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তিবলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্যত্র স্থিতি নাই ; কেন না, তথায় গোলোকাপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকটব্রজে অপ্রকটব্রজের বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এই মাত্র। এই ব্রজবধূর ভাবের অবধি অর্থাৎ অত্যন্ত সীমা শ্রীরাধায় আছে। পরিপক্ক বিমলভাবরূপ শ্রীরাধার ব্রজগত-প্রেমই সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের যতদূর আস্বাদন সম্ভব, তৎপ্রাপ্তিই ইহার কারণ। অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি নিজবাঞ্ছা সাধন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

করিয়া যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহাতে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরবিগ্রহ সেইসকল প্রাকৃত ভোগপরায়ণ সাহজিকগণকে কৃপা করিবার পরিবর্ত্তে সুদূরে পরিবর্জ্জন করেন। কৃষ্ণলীলার সম্ভোগবিচারে বিপ্রলম্ভ-রস-লীলাময়ের কৃষ্ণভক্তি-বিনাশ-চেষ্টা—উহা শ্রীগৌরবিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

৪৫। অসৌ রতিঃ যথোত্তরম্ (উত্তরোত্তরক্রমেণ) স্বাদ-বিশেষোল্লাসময়ী (মধুরবিশেষস্য আধিক্যবতী) অপি বাসনয়া (বাসনাভেদেন) কা অপি (রতিঃ) কস্যচিৎ (ভক্তস্য) স্বাদ্বী ভাসতে।

৪৬। উজ্জ্বলনীলমণিতে—স্বকীয়া কৃষ্ণবল্লভা,—"করগ্রাহ-বিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ।।" যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে যাঁহাদের পাণিগ্রহণ হইয়াছে, পতির আদেশ-পালনে যাঁহারা তৎপর এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম হইতে যাঁহারা অবিচলা, তাঁহারা 'স্বকীয়া' নারী। পরকীয়া কৃষ্ণবল্লভা,—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ।।" পরপুরুষের অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন এবং এতাদৃশ যৌনসম্বন্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবিধির স্বীকৃত নয় জানিয়া ইহলোক ও পরলোকের কোনপ্রকার অসুবিধা গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারা 'পরকীয়া' রমণী।

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (২)—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা ।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫১ ॥

স্তবমালায় দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকে (৩)—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫২ ॥

ভাবগ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম স্থাপন ।
তার মুখ্য হেতু কহি, শুন সর্ব্বজন ॥ ৫৩ ॥
মূল হেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস ।
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫৫ ॥

প্রথমে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ঃ—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি' ।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি' ॥ ৫৬ ॥

রাধাগোবিন্দমিলিত তনু গৌর ঃ—

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি ।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥ ৫৭ ॥

গৌরতত্ত্বমহিমা বর্ণনের নিমিত্ত রাধাগোবিন্দের প্রণয়-ব্যাখ্যা ঃ—

ইথি লাগি' আগে করি তাহার বিবরণ ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫১। দেবতাদিগের পক্ষে দুর্গম, উপনিষদ্‌গণের কষ্টগম্য, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, প্রণতপটলীভক্তগণের মধুরিমা, ব্রজযুবতীগণের নয়নগত প্রেমের নির্য্যাস-বস্তুস্বরূপ, সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন?

৫২। যে কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়িজনের রসসমূহ আস্বাদন করত অপার (অসীম) কোন এক প্রকার মধুররসবিশেষ ভোগ করিবার আশয়ে নিজবর্ণ গোপন করত শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকারপূর্ব্বক চৈতন্যাকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন্।

৫৩-৫৪। শ্রীরাধার ভাবগ্রহণের আশয়ে ধর্ম্মস্থাপনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই কার্য্যের যে মুখ্য প্রয়োজন, তাহা বলিতেছি। মূল হেতু বলিবার জন্য শ্লোকের আভাস এ-পর্য্যন্ত বলিলাম।

অনুভাষ্য

৫১। সুরেশানাং (মহেন্দ্রাদীনাং) দুর্গং (দুরধিগম্যঃ আশ্রয়ঃ), উপনিষদাং (বেদশিরোভাগানাম্) অতিশয়েন গতিঃ (লক্ষ্যং), মুনীনাং সর্ব্বস্বং (জড়নির্ব্বিণ্ণানাং একমাত্রধনং), প্রণতপটলীনাং (ভক্তসমূহানাং) মধুরিমা (সৌন্দর্য্যাশ্রয়ঃ), নিখিলপশুপালাম্বুজ-দৃশাং (সমস্তব্রজবনিতানাং) প্রেম্ণঃ বিনির্য্যাসঃ (সারঃ) স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

৫২। কুতুকী (ভাবাস্বাদনানন্দঃ) যঃ কস্য অপি প্রণয়ি-জনবৃন্দস্য (নিজপ্রীতিবিগ্রহস্য) কমপি [অনির্ব্বচনীয়ম্] অপারং মধুরং রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং (স্বয়ং তদ্ভাবগ্রহণেন আস্বা-দয়িতুং) তদীয়াং (তৎপ্রণয়িজনসম্বন্ধিনীং) দ্যুতিং (শোভাং) প্রকটয়ন্ (প্রকাশয়ন্) স্বাং (স্বকীয়াং ঘনশ্যামরূপাং দ্যুতিং) আবব্রে (আবৃতবান্) সঃ চৈতন্যাকৃতির্দেবঃ (গোপীজনবল্লভঃ) নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু।

৫৩-৫৪। এই চারি লাইনের পরিবর্ত্তে কোন কোন পাঠে ছয় লাইন দেখা যায়। যথা—"ভাবগ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম-স্থাপন। মূলহেতু আগে শ্লোকের করিব বিবরণ।। ভাবগ্রহণের এই শুনহ প্রকার। তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার।। এই ত' পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস। এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ পরকাশ।।"

৫৫। রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ (কৃষ্ণস্য প্রণয়বিকৃতিঃ প্রেম-বিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তিঃ) ; একাত্মানৌ (অভিন্নাত্মানৌ) অপি পুরা (অনাদিকালতঃ) তৌ (রাধাকৃষ্ণৌ) ভুবি দেহভেদং (বিষয়াশ্রয়গত-বিগ্রহদ্বয়ভেদং) গতৌ (প্রাপ্তৌ)। অধুনা (ইদানীং) তদ্দ্বয়ং (তয়োর্দ্বয়ং) ঐক্যম্ আপ্তম্ ; রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং (ভাবশ্চ দ্যুতিশ্চ ভাবদ্যুতী, রাধায়াঃ ভাবদ্যুতী, তাভ্যাং সুবলিতং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধা-কৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতিদ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

৫৬-৬২। অন্যোন্যে—পরস্পরে। এই পদ্যগুলির বাক্যার্থ স্পষ্ট, কিন্তু ভাবার্থ গূঢ়। রাধা—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমান্ তত্ত্ব। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ"—এই বেদান্ত-বাক্যের অর্থ এই যে,—

শ্রীরাধার তত্ত্ব ও কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ ঃ—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার ।
স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥ ৫৯ ॥

হ্লাদিনী-শক্তির লক্ষণ ঃ—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন ।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥ ৬০ ॥

একই শক্তিমানের একই শক্তির তিনটী রূপ ঃ—

সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর, ধরে তিন রূপ ॥ ৬১ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু অবিচিন্ত্য-শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাসরসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক্ অথচ যুগপৎ এক। রাধা প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী ; কৃষ্ণকে পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। আবার, তিনি কৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশরূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টিক্রিয়াদ্দারা লক্ষিতা। পূর্ণতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই একই চিচ্ছক্তি প্রথমে সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিৎতত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব, আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদ-দায়িনী।

অনুভাষ্য

যুক্তম্, অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং) চৈতন্যাখ্যং প্রকটং (প্রকটিতবিগ্রহং) কৃষ্ণস্বরূপং নৌমি (প্রণমামি)।

৬০। শ্রীজীবপ্রভু প্রীতিসন্দর্ভে'—(৬৫ সংখ্যায়) "অথ শ্রুতৌ চ—'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী' ইতি শ্রূয়তে। তস্মাদেবং বিবিচ্যতে—যা চৈবং ভগবন্তং স্বানন্দেন মদয়তি, সা কিংলক্ষণা স্যাৎ? ইতি। ন তাবৎ সাংখ্যানামিব প্রাকৃতসত্ত্বময়-মায়িকানন্দরূপা,—ভগবতো মায়ানভিভাব্যত্বশ্রুতেঃ, স্বতস্তৃপ্তত্বাচ্চ। ন চ নির্ব্বিশেষবাদিনামিব ভগবৎস্বরূপানন্দরূপা, অতিশয়ানুপপত্তেঃ। অতো নতরাং জীবস্য স্বরূপানন্দরূপা,—অত্যন্তক্ষুদ্রত্বাৎ তস্য। ততো 'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।।' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিন্যাখ্য-ত্বদীয়স্বরূপশক্ত্যানন্দ-রূপৈবেত্যবশিষ্যতে, যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষী ভবতি, যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তীতি। অথ তস্যা অপি ভগবতি সদৈব বর্ত্তমানতয়াতিশয়ানুপপত্তেস্ত্বেবং বিবেচনীয়ং—শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।"

বেদেও কথিত হইয়াছে যে, ভক্তিই ভগবানের নিকট ভক্তকে লইয়া যান, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তিবশ এবং ভক্তিরই বাহুল্য তথায় কথিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ বিবেচিত হইতেছে —যে বস্তুশক্তি ভগবান্‌কে নিজ আনন্দদ্বারা উন্মত্ত করান, তাহার লক্ষণ কি? তদুত্তর এই,—শ্রুতিতে 'মায়া ভগবান্‌কে অতিক্রম করিতে পারে না' কথিত হওয়ায় এবং ভগবান্ স্বতঃতৃপ্ত বলিয়া সাংখ্যমতবাদিগণের সিদ্ধান্তানুসারে সেই বস্তুশক্তিকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণময়ী মায়িকী আনন্দরূপা বলা যায় না। সেই বস্তুশক্তিকে নির্ব্বিশেষবাদিগণের ন্যায় ভগবৎস্বরূপানন্দরূপাও বলা যায় না, যেহেতু এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাপর বিচারে বিশেষরূপে অসিদ্ধ। অতএব উহা জীবের স্বরূপানন্দরূপাও নহে, যেহেতু নিত্য হইলেও জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তজ্জন্য "হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয় তোমাতে একমাত্র 'হ্লাদিনী' 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ শক্তিত্রয় অবস্থিত। গুণ-বর্জ্জিত তোমাতে আহ্লাদ ও ক্লেশমিশ্র ভাব নাই"—এই বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে তদীয় হ্লাদিনী-নাম্নী স্বরূপশক্তিই আনন্দরূপা, যেহেতু এই শক্তিদ্বারাই ভগবৎস্বরূপে আনন্দবিশেষ লক্ষিত হয় এবং ভগবান্ এই শক্তিদ্বারাই তত্তৎ আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন—ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত। ভগবানে হ্লাদিনীশক্তি নিত্য বর্ত্তমান থাকায় নির্ব্বিশেষবাদীর উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিত্যজ্য—ইহাই জানিতে হইবে, যেহেতু শ্রুতির অর্থসমূহের অন্যরূপ অসঙ্গতি হইলে ফলান্তরের আশঙ্কা হয় অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণীয় উক্ত প্রমাণ বেদার্থসহ একরূপে সিদ্ধ বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণের ঐরূপ উক্তি বেদার্থের বিপর্য্যয়জনক এবং বেদার্থ-তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত নহে। সেই হ্লাদিনীরই সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী কোন একবৃত্তি ভক্তবৃন্দে নিত্য প্রদত্ত হইলে উহা 'ভগবৎপ্রীতি' আখ্যা লাভ করে। শ্রীভগবান্‌ও সেই প্রীতি ভক্তে অনুভব করিয়া ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রদর্শন করেন।

শ্রীভগবানে তিনপ্রকার শক্তি বিষ্ণুপুরাণে কথিত থাকায়, যে শক্তি ভগবানকে আনন্দ বিধান করেন, তাহা সাংখ্যের জড়ানন্দ বা নির্ব্বিশেষবাদীর শক্তি-শক্তিমৎতত্ত্বের পার্থক্যের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন কেবল চিদেকানন্দ, এইরূপ নহে। হ্লাদিনীশক্তিই ভগবানকে আনন্দ প্রদান করেন এবং ভগবান্ হ্লাদিনী-

অনুভাষ্য

শক্তিদ্বারা জীবকে তাঁহার নিজের প্রতি প্রীতিধর্ম্ম প্রদান করেন, আবার ভক্তের ভগবৎপ্রীতিতে বাধ্য হইয়া প্রীতি পুষ্ট করেন।

৬২। শ্রীজীবপ্রভু শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (১০২ সংখ্যায়) "সদ্রূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া সত্তাং দধতি ধারয়তি চ সা সর্ব্বদেশ-কাল-দ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী ; তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ, সা সম্বিৎ ; তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ, সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্। তদেবং তস্যা মূলশক্তেস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। তচ্চান্য-নিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্।" ** যতশ্চ সত্ত্বাৎ লোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ প্রকাশতে। সত্ত্ব-শব্দেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ-স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে। প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্ব-মিত্যশুদ্ধসত্ত্ব-লক্ষণপ্রসিদ্ধ্যনুসারেণ তথাভূতশ্চিচ্ছক্তিবিশেষঃ সত্ত্বমিতি সঙ্গতিলাভাৎ। ততশ্চ তস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন স্বরূপান্তর্ভাবমেবেত্যুক্তম্। প্রাকৃতাঃ সত্ত্বাদয়ো গুণা জীবস্যৈব ন ত্বীশস্যেতি শ্রূয়তে। যথৈকাদশে—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে' ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—'সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র ন প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু।।' অত্র প্রাকৃতা ইতি বিশিষ্যাপ্রাকৃতাস্ত্বন্যে গুণাস্তস্মিন্ সন্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতম্। তথা চ দশমে দেবেন্দ্রণোক্তম্—'বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্। মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহে ন বিদ্যতে তে গ্রহণানুবন্ধঃ।।' প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বং, গোচরস্য বহুরূপত্বে রজঃ, বহুরূপস্য তিরোহিতত্বে তমঃ। তথা পরস্পরস্যোদাসীনত্বে সত্ত্বম্ ; উপকারিত্বে রজঃ ; অপকারিত্বে তমঃ।

অত্র চেদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সন্ধিন্যংশপ্রধানং চেদাধারশক্তিঃ; সম্বিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা, হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপৎ শক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে।"

(অর্থাৎ) "সদ্রূপে প্রসিদ্ধ ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহা সকল দেশ-কাল-দ্রব্যাদি-প্রকাশিকা 'সন্ধিনী' ; (সেইরূপ সম্বিদ্রূপ হইয়াও ভগবান্) যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং জানিতে এবং জানাইতে সমর্থ হন, তাহা 'সম্বিৎ' ; (তথা আনন্দরূপ হইয়াও ভগবান্) চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে 'হ্লাদিনী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

অতএব সেই মূল পরা শক্তির ত্রিরূপত্ব সিদ্ধ হইল ; উহার স্বতঃপ্রকাশ-লক্ষণময় যে বৃত্তিবিশেষদ্বারা ভগবান্ স্বয়ং, তাঁহার

অনুভাষ্য

স্বরূপশক্তি অথবা চিদ্বৈশিষ্ট্যাদির আবির্ভাব হয়, তাহাই 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব'। উহা অন্য-নিরপেক্ষ ও ভগবৎপ্রকাশ-স্বরূপ। স্বয়ং অনুভব ও অন্যকে অন্যকে করাইবার বৃত্তিদ্বয়ের বর্ত্তমানতাহেতু উহা সম্বিৎও বটে। মায়াস্পর্শ না থাকায় উহার বিশুদ্ধতা। এই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতে 'বৈকুণ্ঠ' নামক ধাম প্রকাশ পায়। এই 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব'-শব্দে স্বতঃপ্রকাশলক্ষণময় ভগবৎস্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষকে বলা হয়। প্রাকৃত সত্ত্বের অশুদ্ধতা-লক্ষণের প্রসিদ্ধি সঙ্গত হওয়ায় শুদ্ধসত্ত্ব বা সন্ধিনী—চিচ্ছক্তিবিশেষ। এই শুদ্ধ-সত্ত্ব স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ইহাও স্বরূপশক্ত্যাত্মক। প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণসমূহ যে জীবেরই, ঈশ্বরের নহে, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত আছে। যথা একাদশ-স্কন্ধে ভগবদুক্তি—"সত্ত্ব-রজস্তম এই গুণত্রয় মদ্‌বিমুখ জীবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কখনই আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে।" বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে—"যাঁহাতে অপ্রাকৃত গুণসমূহ বিরাজমান, সেই ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ থাকে না, থাকিতে পারে না ; সেই নিখিল শুদ্ধ-বস্তুসমূহের মধ্যে অবিমিশ্র শুদ্ধবস্তু আদ্যপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হউন্।" এস্থলে 'প্রাকৃত' এই বিশেষণদ্বারা বিশেষ করিয়া তাঁহাতে (ভগবানে) যে তদিতর অপ্রাকৃত গুণসমূহ বর্ত্তমান, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। দশমস্কন্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি,—'হে ভগবন! তোমার ধাম বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, উহা শান্ত, তপস্যারূপ সেবাময় এবং রজস্তমোবিহীন ; এই মায়াময় গুণপ্রবাহ ও প্রাকৃত গুণের সংস্পর্শ বা গ্রহণাদি তোমার নাই।' অব্যক্তাবস্থায় সত্ত্ব-গুণ ; বাহ্য অভিব্যক্তি ও উৎপত্তিশীল বহু প্রকাশে রজোগুণ ; বহু প্রকাশের অভাবে তমোগুণ ; অর্থাৎ গুণত্রয় যেস্থানে পরস্পর শিথিল বা উদাসীন, তথায় সত্ত্বগুণ, যেস্থলে কার্য্যকারিতা বা ক্রিয়াশীলতা সে-স্থলে রজোগুণ এবং যেস্থলে ধ্বংস বা বিনাশভাব, তথায় তমোগুণ বর্ত্তমান।'

এইস্থলে বিশুদ্ধসত্ত্বই সন্ধিন্যংশপ্রধান হইলে আধারশক্তি; সম্বিদংশপ্রধান—আত্মবিদ্যা ; হ্লাদিনীশক্তি-সারাংশ-প্রধান—গুহ্যবিদ্যা (প্রেমভক্তি)। যুগপৎ ত্রিশক্তিপ্রধান—মূর্ত্তি বা বিগ্রহ। ঐ আধার-শক্তিদ্বারা ভগবদ্ধাম প্রকাশ পায়।"

পরতত্ত্ব—বাস্তব-বস্তুস্বরূপ এবং ত্রিশক্তিতে নিত্য-প্রকটিত। (সেই পরতত্ত্ব) শক্তিত্রয়ময়ী এক পরা অচিন্ত্যশক্তি হইতে বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব, তটস্থাখ্য চিদেকাত্ম শুদ্ধজীব, বহিরঙ্গ-বৈভব জড়াত্মপ্রধান এবং পূর্ণস্বরূপের সহিত চারিপ্রকারে নিত্য অবস্থান করেন। স্বরূপ এবং তদ্রূপবৈভব-শক্তি অন্তরঙ্গা-শক্তির স্বয়ংরূপ ও বৈভব-প্রকাশভেদে দুইপ্রকারে অবস্থিত। অঙ্গীর অন্তঃ অঙ্গে যে শক্তি বিরাজমানা, তাহাই 'অন্তরঙ্গা'। অন্তরঙ্গা-শক্তির

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯) ধ্রুবের উক্তি—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৬৩ ॥

সন্ধিনীর ভগবান্ ও তৎসেবোপকরণ-প্রাকট্য বিধানরূপ সেবা ঃ—

সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম ।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৬৪ ॥

মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর ।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩।২৩)—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। হে ভগবন্! সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশ-যোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করত যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী' ও 'মিশ্রা'—এই তিনপ্রকার ভাব পাইয়াছেন ; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা।

৬৪-৬৫। সত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। সত্ত্ব দুই প্রকার—মিশ্রসত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব। বস্তুসত্তারই নাম 'সত্ত্ব'। সন্ধিনীক্রিয়া ব্যতীত কোন সত্ত্বই হইতে পারে না। ভগবানের সত্তাপ্রকাশও সেই সন্ধিনীর কার্য্য। শুদ্ধচিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া, তাহারই নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষরূপ কার্য্য। এইস্থলে এই তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝিবার জন্য আরও জানা উচিত যে, স্বরূপ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময়স্বরূপ, ভগবানের দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতা, মাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময়স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন ; মায়াশক্তিগত সন্ধিনী জড়জগতের সমস্ত ভৌতিক সত্তা বিস্তার করিয়াছেন এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন।

৬৬। শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,—ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনী-প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই

অনুভাষ্য

শক্তিমত্তত্ত্ব স্বয়ংরূপ ভগবান্ স্বীয় বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব প্রকাশ করেন। ভগবানের বাহ্য অঙ্গ—'প্রধান' ও প্রাকৃত দ্রব্যসমূহ। এই বহিরঙ্গা শক্তি প্রাকৃত জগতে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাণু-প্রস্তরাদি দেহে তটস্থাশক্তি-পরিণত জীবকে আবৃত করিয়া লঘু-গুরু ভাবে বর্ত্তমান থাকে।

স্বরূপশক্তি ত্রিবিধ বিভাগে পরিলক্ষিত হন। সেইগুলিকে অংশিনী স্বরূপশক্তির অংশ বলা হইয়াছে। শক্তির নিত্য বর্ত্তমানতা বা সদংশ অর্থাৎ কালাদিদ্বারা ক্ষোভ্য হইবার অযোগ্যতা 'সন্ধিনী' নামে পরিচিত। জ্ঞাতৃত্ব বা চিদংশ নিত্য আনন্দ হইতে বিশেষত্ব-যুক্ত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান 'সম্বিদ্' নামে পরিচিত অর্থাৎ যাহাতে কৃষ্ণের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব পূর্ণ চিদ্ধর্ম্মে পরিচিত, তাহাই সম্বিচ্ছক্তি' নামে প্রসিদ্ধ। অংশিনীর যে অংশ সচ্চিৎ হইতে বিশেষত্ব রক্ষা করেন, উহাই আনন্দময়ী শক্তি। বিশেষত্ব-বর্ণনে ত্রিবিধশক্তির বিভিন্ন পরিচয় থাকিলেও এই অংশত্রয় স্বরূপ-শক্তিতেই অবস্থিত ; আবার তটস্থা ও বহিরঙ্গাশক্তিতে এই শক্তিত্রয়ের বিভিন্ন অধিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। বহিরঙ্গা-শক্তিতে ত্রিগুণ ও তটস্থাখ্যশক্তির বদ্ধজীবাংশে ঐ ত্রিগুণের ক্রিয়া এবং মুক্তজীবাংশে সচ্চিদানন্দের আশ্রয়জাতীয়ত্বে সেবনবৃত্তিতে সেব্যের উপযোগী শক্ত্যংশ বিরাজমান।

৬৩। [হে ভগবন্!] একা (মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা শক্তিঃ) হ্লাদিনী (আহ্লাদকারী) সন্ধিনী (সন্ততা) সম্বিৎ (বিদ্যা-শক্তিঃ) সর্ব্বসংস্থিতৌ (সর্ব্বেষাং সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে) ত্বয়ি এব [ন তু জীবেষু। তত্র চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি] ; হ্লাদতাপকরী মিশ্রা (হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী, তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী) গুণবর্জ্জিতে (প্রাকৃত-সত্ত্বাদি-গুণৈঃ বর্জ্জিতে) ত্বয়ি (ভগবতি) ন [পরন্তু জীবেষু এব। অত্র ক্রমাদুৎকর্ষেণ সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিন্যো জ্ঞেয়াঃ]।

এই শ্লোকের এবং ভাঃ ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী শ্রীবিষ্ণুস্বামিকর্ত্তৃক কথিত (নিম্নলিখিত) এই শ্লোককে 'সর্ব্বজ্ঞ সূক্ত'-বচন বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন,—'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।।'

৬৪। কৃষ্ণের মাতা-পিতা, স্থান-গৃহাদি শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। পরিণত শুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের আকরস্থল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাতে কৃষ্ণোৎপত্তির স্বরূপ দেখা গেলেও কৃষ্ণ বসুদেবাত্মক শুদ্ধসত্ত্বমাত্র নহেন, তিনি অদ্বয়জ্ঞান সম্বিৎসার ভগবজ্জ্ঞানের নিত্যাধিষ্ঠাতা দেব। আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তুগুলি শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বলিয়া তাহাতে কৃষ্ণের সম্বন্ধ সেবোন্মুখচিত্তে তাহারা দেখিতে পান ; বস্তুতঃ ভগবান্ চিৎস্বরূপ।

সম্বিৎশক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অদ্বয়তত্ত্ব ভগবজ্জ্ঞান ঃ—

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান—সম্বিতের সার।
ব্রহ্ম-জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৬৭ ॥

হ্লাদিনীর বিভাগ তথা বিবিধ চিদ্‌বিকার ; সেই বিকারক্রমে কৃষ্ণপ্রণয়-পরাকাষ্ঠা মহাভাব-স্বরূপই শ্রীরাধা ঃ—

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম—'মহাভাব' ॥ ৬৮ ॥

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ ৬৯ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরাধা-প্রকরণে (২)—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা, ক্রীড়ার সহায় ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নাম 'বসুদেব'। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন ; তাঁহারই নাম 'বাসুদেব'। তিনি জড়ীয় ও মায়িক—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। ভক্তিপূতচিত্তে আমি তাঁহাতে প্রণাম বিধান করি। তাৎপর্য্য এই,—কৃষ্ণস্বরূপ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপশক্তি-গত সন্ধিনীর নিত্যকার্য্য।

৬৭। সম্বিৎক্রিয়ার নাম 'জ্ঞান'। দ্রষ্টা দুই জন—কৃষ্ণ ও জীব। কৃষ্ণের দর্শন পূর্ণজ্ঞানমূলক বলিয়া তাঁহার সম্বেদন-কার্য্যে অন্তর নাই, অতএব তাঁহার জ্ঞানকে 'ঈক্ষণ-মাত্র' বলা যায়। জীবের দর্শনে অনেক অন্তর আছে, অতএব তাহার দর্শনকে 'সংবেদনস্বরূপজ্ঞান' বলি। সেই জ্ঞান ত্রিবিধ—সাক্ষাজ্‌জ্ঞান, ব্যতিরেক জ্ঞান ও বিকৃতজ্ঞান। জড়বিষয়ে জীবের জড়েন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান, তাহা কখনই নির্ম্মল নয়, সুতরাং বিকৃত ; তাহা মায়া-শক্তিগত সম্বিতের বিকৃতিময়-ক্রিয়া। জড়ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান জড়জ্ঞানের সম্বন্ধাশ্রিত হওয়ায় তাহা ক্ষুদ্র, তাহা কেবল জীবগত-সম্বিচ্ছক্তির কার্য্য, অতএব অসম্পূর্ণ। এইসকল জ্ঞানের নাম 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'আত্মজ্ঞান', 'নির্ব্বিশেষজ্ঞান', 'অভেদজ্ঞান' ইত্যাদি। চিদ্‌গত-সম্বিচ্ছক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবে কৃপা করেন, তখন কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান জন্মে ; অতএব তাহাই সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান তাহার পরিবার অর্থাৎ অবস্থা-ভেদে আবরণমাত্র।

৬৮-৬৯। হ্লাদিনীর ক্রিয়ার নাম 'প্রেম'। সেই প্রেম দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধপ্রেম ও মিশ্রপ্রেম। কৃষ্ণগত হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে আনন্দপ্রদান করিয়া যখন শুদ্ধ সম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের 'কৃষ্ণপ্রেম' হয়। জীবগত হ্লাদিনীর বিকার যখন মায়াশক্তিদ্বারা জীবকে আকর্ষণ করে, তখনই জীব বিষয়প্রেমে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হয়, সুতরাং সুখ-দুঃখের বশীভূত হইয়া পড়ে। জীবগণের প্রেমা-দর্শ ব্রজের গোপীমণ্ডলী ; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা। চিৎস্বরূপগত হ্লাদিনীর সার যে 'প্রেম' এবং প্রেমের সার যে 'ভাব', আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে 'মহাভাব', তাহাই শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী। তিনিই সর্ব্বগুণের আকর, আর কৃষ্ণকান্তাদিগের শিরোমণি।

৭০। ব্রজবিলাসিনী গোপীগণের মধ্যে চন্দ্রাবলী এবং রাধিকা শ্রেষ্ঠা ; আবার, সেই দুইয়ের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাবস্বরূপা, তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপীকারই নাই।

৭১। শ্রীমতী রাধিকা চিন্ময়ী—জড়গত জীবের ন্যায় তাঁহার জড়েন্দ্রিয়, জড়দেহ ও লিঙ্গদেহরূপ চিত্ত নাই। তাঁহার চিন্ময়-

অনুভাষ্য

৬৬। পিতা দক্ষের গৃহে যজ্ঞদর্শনার্থ গমনোন্মুখী সতীর প্রতি কর্ম্মজড় দক্ষকে বিষ্ণুবিমুখ জানিয়া মহাদেবের উক্তি,—

বিশুদ্ধং (স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ জাড্যাংশেন রহিতং) সত্ত্বং (চিচ্ছক্তিবৃত্তিময়ম্ অপ্রাকৃতং) বসুদেব-শব্দিতং (বসত্যস্মিন্নিতি বসুঃ তথা দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবঃ, স চাসৌ স চেতি) যৎ (যস্মাৎ) তত্র (সত্ত্বে) পুমান্ (পুরুষঃ) অপাবৃতঃ (আবরণশূন্যঃ সন্) ঈয়তে (প্রকাশতে)। তস্মিন্ সত্ত্বে অধোক্ষজঃ (অধঃকৃতম্ অতিক্রান্তম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ) ভগবান্ বাসুদেবঃ (বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ, বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা) মে (ময়া) মনসা বিধীয়তে (বিশেষেণ চিন্ত্যতে)।

শ্রীজীবপ্রভু (ভগবৎসন্দর্ভের ১০২ সংখ্যায়)—"অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে ; ইয়মেব বাসুদেবাখ্যা।" পরবর্ত্তী শেষাংশে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৭০। তয়োঃ (শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যোঃ) উভয়োঃ অপি মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা (সর্ব্বপ্রকারেণ অধিকা শ্রেষ্ঠা)। ইয়ং (শ্রীরাধিকা) মহাভাবস্বরূপা (মাদনাখ্যমহাভাববিশিষ্টা অষ্টভাব-সমন্বিতবিগ্রহা) গুণৈঃ (পঞ্চবিংশতি সংখ্যকৈঃ) অতি বরীয়সী (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা)।

গোলোকে গোপীর সহিত নিত্য রসবিলাসী গোবিন্দ ঃ—

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৩৭)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে, শুন বিবরণ ॥ ৭৩ ॥

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যগত মধুররতিতে ত্রিবিধা কৃষ্ণকান্তা ঃ—

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৪ ॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর—কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৭৫ ॥

সব কৃষ্ণকান্তাই অংশিনী রাধার অংশ ঃ—

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ ৭৬ ॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥ ৭৭ ॥

দ্বারকায় মহিষীগণ এবং নারায়ণ-বাসুদেবাদি লক্ষ্মীগণ ঃ—

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশস্বরূপ ॥ ৭৮ ॥

ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণ কায়ব্যূহ ঃ—

আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ ৭৯ ॥

রসের বর্দ্ধন ও চমৎকারিতার জন্য একই হ্লাদিনীর বহু প্রকাশ ঃ—

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি' বহুত' প্রকাশ ॥ ৮০ ॥

তন্মধ্যে ব্রজবিলাসই কৃষ্ণপ্রীতির শ্রেষ্ঠ চমৎকারিতা ঃ—

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥ ৮১ ॥

শ্রীরাধিকার পঞ্চনাম ঃ—

গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ৮২ ॥

বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র ঃ—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

স্বরূপে শুদ্ধ-চিন্ময়চিত্ত, চিন্ময়-ইন্দ্রিয় ও চিন্ময়-শরীর আছে। তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়কায় কৃষ্ণপ্রেমকর্ত্তৃক পরিভাবিত। তিনি কৃষ্ণের নিজশক্তি, অতএব তাঁহার একমাত্র ক্রীড়ার সহায়। শক্তিমৎতত্ত্ব কৃষ্ণ, শক্তি হইতে পৃথক্ হইলে কোন ক্রীড়া করিতে পারেন না। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়াছেন। সেই কলেবরে যখন কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন, তখন শ্রীমতীর সহায়তা ব্যতীত আর কি করিবেন? অতএব রাধিকাই কৃষ্ণের ক্রীড়ার একমাত্র সহায়।

৭২। আনন্দচিন্ময়রসদ্বারা প্রতিভাবিত যে গোপীসকল, তাঁহাদের সহিত স্ব-স্বরূপে অখিলাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দ গোলোকে নিত্য নিবাস করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

৭২। অখিলাত্মভূতঃ (গোকুলবাসিনাং প্রিয়বর্গাণাম্ আত্ম-ভূতঃ) সঃ এব আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ (আনন্দচিন্ময়া-ত্মকেন রসেন প্রতিক্ষণং ভাবিতাভিঃ) নিজরূপতয়া (স্ব-স্বরূপতয়া প্রসিদ্ধাভিঃ) কলাভিঃ (হ্লাদিনীশক্তিরূপাভিঃ) তাভিঃ (ব্রজ-সুন্দরীভিঃ সহ) গোলোকে এব নিবসতি, তমাদিপুরুষং গোবিন্দ-মহং ভজামি।

৭৭। 'বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ বিভূতি'—এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'লক্ষ্মীগণ হন তাঁর অংশবিভূতি' এই পাঠও দেখা যায়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। আর—অন্যপ্রকার, তৃতীয়প্রকার অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনাগণ, ইহারা সর্ব্বপ্রকার কান্তাগণের সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা।

৭৬-৮১। অবতারিস্বরূপ কৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতার-গণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ শ্রীমতী রাধিকা সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী অর্থাৎ তাঁহার অংশ হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ বিস্তৃত হইয়াছেন। সেইসকল কান্তাগণ তাঁহার অঙ্গ-বিভূতিরূপে বৈভবগণমধ্যে পরিগণিত। বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপে মহিষীগণের বিস্তৃতি। ইহার মধ্যে বিচার এই যে, লক্ষ্মীগণ রাধিকার বৈভব-বিলাসাংশরূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশস্বরূপ। ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিজের কায়ব্যূহ-রূপ আকার ও স্বরূপ-প্রভেদে রসের কারণ হইয়াছেন। বহু কান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না, এই জন্য লীলার সহায়স্বরূপ এইরূপ অনেক 'প্রকাশ' তাঁহার দেখা যায়; তন্মধ্যে ব্রজরস সর্ব্বাধিক। নানাভাব-রসভেদে কৃষ্ণকে তথায় তিনি রাসাদি-লীলার আস্বাদন করান।

৮৩। পরদেবতা রাধিকাদেবী 'সাক্ষাৎকৃষ্ণময়ী', 'সর্ব্বলক্ষ্মী-

অনুভাষ্য

৭৯। 'স্বরূপ'-শব্দের পরিবর্ত্তে পাঠান্তরে 'স্বভাব'-শব্দ আছে।

৮২। ইহাই শ্রীরাধার পঞ্চনাম।

৮৩। রাধিকা (আরাধয়তি যা সা), দেবী (দ্যোততে ইতি) কৃষ্ণময়ী (কৃষ্ণাভিন্না কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিমতী), পরদেবতা (পরমপূজ্যা).

শ্লোকার্থ—(১) সৌন্দর্য্য বা বিলাসের আধার ঃ—

'দেবী' কহি দ্যোতমানা, পরমা সুন্দরী ।
কিম্বা, কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥ ৮৪ ॥

(২) কৃষ্ণে একান্ত তন্ময়তা ঃ—

কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে ।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণ-সহ অভেদাত্মতা ঃ—

কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥ ৮৬ ॥

(৩) কৃষ্ণবাঞ্ছাপূরণরূপ কৃষ্ণারাধনহেতু 'রাধা'-সংজ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে ।
অতএব 'রাধিকা'-নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৮৭ ॥

ভাগবতে রাধানামের সঙ্কেত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩।২৮)—

অনয়ারাধিতো ন্যূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ৮৮ ॥

(৪) কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর ঃ—

অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম-দেবতা ।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা ॥ ৮৯ ॥

(৫) যাবতীয় কৃষ্ণকান্তার অংশিনী ঃ—

'সর্ব্বলক্ষ্মী'-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণের যাবতীয় ঐশ্বরী শক্তির মূল-আশ্রয়স্বরূপা ঃ—

কিম্বা, 'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য ॥ ৯১ ॥

(৬) সকল শোভার মূল আকরস্বরূপা ঃ—

সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে ।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণেচ্ছাপূর্ত্তিময়ী ঃ—

কিংবা 'কান্তি'-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে ।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৯৩ ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ ।
'সর্ব্বকান্তি'-শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥ ৯৪ ॥

(৭) ভুবনমোহন-মনোমোহিনী ঃ—

জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী ।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৯৫ ॥

পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী ঃ—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্ ।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ ॥ ৯৬ ॥

রাধাকৃষ্ণের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ঃ—

মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ ।
অগ্নি, জ্বালাতে—যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥ ৯৭ ॥

একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে দুই দেহ ঃ—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'কৃষ্ণসম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

৮৪-৮৭। দ্যুতিবিশিষ্টা পরমা সুন্দরী বলিয়া, কিম্বা কৃষ্ণ-পূজারূপ যে ক্রীড়া, তাহার বসতিস্থান বলিয়া তিনি 'দেবী'। 'কৃষ্ণময়ী'-শব্দের দুই অর্থ—এক অর্থ এই, যাঁহার ভিতরে-বাহিরে কৃষ্ণ এবং যেখানে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, সেইখানেই কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয় ; অথবা কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেমরসময়, তাঁহার শক্তি তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব—ইহাই 'কৃষ্ণময়ী'-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণরূপ আরাধন-কার্য্য হইতে তাঁহার 'রাধিকা' নাম উক্ত হইয়াছে।

৮৮। হে সহচরি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর-হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তা-গণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে।

৯০-৯১। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের রাধিকা আশ্রয়স্বরূপা ; অথবা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'সর্ব্বলক্ষ্মী'-শব্দে কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ; তিনিই কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি।

৯৫। 'অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী' এই পর্য্যন্ত 'দেবী কৃষ্ণময়ী' শ্লোকের প্রত্যেক পদের অর্থ বিচারিত হইল।

৯৭। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ পৃথক্ দুই বস্তু হইয়াও তাহারা যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, অগ্নি ও অগ্নিজ্বালা পৃথক্ বস্তু হইয়াও যেরূপ

অনুভাষ্য

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী (লক্ষ্মীগণনাং মূলাধিষ্ঠাত্রী), সর্ব্বকান্তিঃ (সর্ব্বাঃ কান্তয়ঃ শোভাঃ যস্যাং সা) সম্মোহিনী (শ্রীকৃষ্ণং সম্মোহয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা) পরা প্রোক্তা (কথিতা)।

৮৮। রাসলীলাস্থলী হইতে শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ, উভয়ে চলিয়া গেলে পর গোপীগণের উক্তি,—

অনয়া (রাধয়া) ন্যূনং (নিশ্চিতং) ঈশ্বরঃ (ভক্তাভীষ্টপ্রদাতা) ভগবান্ হরিঃ আরাধিতঃ (আরাধ্য বশীকৃতঃ, ন তু অস্মাভিঃ ব্রজবধূভিঃ) ; যৎ (যস্মাৎ) গোবিন্দঃ প্রীতঃ (প্রীতিযুক্তঃ সন্)

শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে রাধার ভাব ও রূপ লইয়া কৃষ্ণের গৌরাবতার ঃ—

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি ।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি' ॥ ৯৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার ।
এই ত' পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার ॥ ১০০ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৬ষ্ঠ শ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভ ঃ—

ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥ ১০১ ॥

পূর্ব্বাভাস ; নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন গৌরাবতারের বাহ্যহেতু ঃ—

অবতরি' প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন ।
এহো বাহ্য হেতু, পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥ ১০২ ॥

মুখ্য ও গূঢ় কারণ—উহা স্বয়ংকৃষ্ণের নিজকার্য্য এবং একমাত্র শ্রীদামোদরস্বরূপের বিজ্ঞাত ঃ—

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥ ১০৩ ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার ।
দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ১০৪ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি—প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ ॥ ১০৫ ॥

রাধার মহাভাবে মগ্ন গৌরসুন্দর ঃ—

রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর ।
সেইভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ১০৬ ॥
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ ।
ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময় বাদ ॥ ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অবিচ্ছেদ্য, তদ্রূপ রাধা ও কৃষ্ণ লীলারসাস্বাদনে নিত্য পৃথক্ হইয়াও একই স্বরূপ।

৯৯। রাধিকার ভাব ও কান্তি অর্থাৎ বর্ণ-সৌন্দর্য্য নিজে গ্রহণ করিয়া।

১০৪। গৌরাবতারের মুখ্য কারণ অতিশয় গূঢ়, সেই কারণ তিনপ্রকার ; পরে মূলে 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা' শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

নঃ (অস্মান্) বিহায় (বিশেষেণ ত্যক্ত্বা) যাং (রাধাং) রহঃ (নির্জ্জনে প্রদেশে) অনয়ৎ।

১০৫। শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী। তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই স্বয়ং সন্ন্যাসগ্রহণের অভিলাষে বারাণসীতে গিয়া দশনামী দণ্ডিদলের মধ্যে ব্রহ্মচারী হন। তাহাতে তাঁহার নাম 'শ্রীদামোদরস্বরূপ' হয়, পরে সন্ন্যাসের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর পদকমলে আজীবন নীলাচলে অবস্থান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্ব্বকাল থাকিয়া তাঁহার উপদিষ্ট ভজনাদি গান করিয়া তাঁহাকে অনুক্ষণ পরমপ্রীতি প্রদান করিতেন। শ্রীপ্রভুর হৃদয়ের গূঢ়ভাবসমূহ তাঁহার প্রসাদেই ভক্তগণের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে। ব্রজলীলায় এই মহাত্মা ললিতাদেবী, সুতরাং রাধিকার দ্বিতীয়-স্বরূপিণী। কবিকর্ণপূরকৃত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র মতে—ইনি বিশাখাদেবী। "কলা-মশিক্ষয়দ্ রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা। সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্।।" শ্রীগৌরলীলায় রাধাভাবমূর্ত্তি গৌরহরির দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদরস্বরূপ।

১০৬। শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয় শ্রীমতী রাধিকার ভাবময় আকারবিশিষ্ট। 'ভাবমূর্ত্তি'-শব্দে স্থূলবুদ্ধি জড়তর্পণরত জনগণ ভাবময়ী মূর্ত্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। অনর্থমুক্ত জাতরতি ভক্তগণ আশ্রিততত্ত্ব-বিচারে পঞ্চপ্রকারে দৃষ্ট হন। রাধিকার ভাব—মাধুর্য্যের পরমোন্নত এবং সম্পূর্ণ অবস্থা। সেইভাব রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে দ্বিবিধ—মহিষীগীতিতে ও গোপীগীতিতে 'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়' ভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি। শ্রীগৌরসুন্দরে অধিরূঢ় মহাভাবের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিধির অপগমে, লৌল্যবিচারে দ্বারকার অধিরূঢ় ভাব গোকুলভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরে কৃষ্ণবিরহরূপ বিপ্রলম্ভ-দুঃখাভাস ও কৃষ্ণ-লাভরূপ সম্ভোগসুখ সর্ব্বক্ষণ উদিত হইয়া ভাবনারপথ অতিক্রমপূর্ব্বক মধুর রস আস্বাদিত হয়। যাহারা ভাব ও অভাবের বিশেষত্ব বুঝিতে না পারিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলে 'অধিরূঢ়' মহাভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদেরই নিজস্বরূপে আশ্রিততত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে না। স্বরূপের উন্মেষ না হইলে দুর্গত জীব গৌরসুন্দরকে ব্রজনাগরীর ভাবোন্মত্ত না জানিয়া নিজ-জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়-জ্ঞানে 'নাগর' মনে করিয়া রসাভাস-দোষদুষ্ট হন।

১০৭। শ্রীগৌরহরি সিদ্ধের চেষ্টায় বিপ্রলম্ভ রসের চরমোৎ-কর্ষ প্রদর্শন করেন। তাহাতে অক্ষজজ্ঞানবাদী তাঁহার সাক্ষাৎ অনুভূতিকে প্রলপিত বাক্য ও ভ্রমময় উদ্যম বলিয়া মনে করে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ মূঢ় জনগণ সর্ব্বদা বাহ্য জগতের সংক্লেশে পাশবদ্ধ থাকায়, সেব্যবস্তু চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে তাহাদের নিকট আকৃষ্ট হন না। তাহারা মনে করে যে, প্রত্যক্ষ জগৎ যেমন তাহাদিগের ভোগের কেন্দ্র, শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত চেষ্টাসমূহও বুঝি

রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে ।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর হৃদয়ভাব-প্রকাশ ও স্বরূপের আনন্দদান ঃ—

রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি' ।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি' ॥ ১০৯ ॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর ।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ১১০ ॥
এবে কার্য্য নাহি, কিছু এসব বিচারে ।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ১১১ ॥

ব্রজে ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম ঃ—

পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম ।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতিমর্ম্ম ॥ ১১২ ॥

কৃষ্ণের বয়োভেদে লীলাভেদ ঃ—

বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল ।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল ॥ ১১৩ ॥

কিশোরলীলায় সকলের সার্থকতা-সম্পাদন ঃ—

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস ।
বাঞ্ছা ভরি' আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥ ১১৪ ॥
কৈশোর-বয়সে কাম, জগৎসকল ।
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল ॥ ১১৫ ॥*

বিষ্ণুপুরাণ (৫।১৩।৬০)—

সোঽপি কৈশোরক-বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ১১৬ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২৩১)—

বাচা সূচিতশর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ ।
তদ্বক্ষোরুহ-চিত্রকেলিমকরী-পাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুশল-সংবাদ দিবার জন্য মথুরা হইতে উদ্ধবকে গোপীদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধিকা উদ্ধবকে দেখিয়া কোন বিচিত্র ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১১। আগে ইহা—অন্ত্যলীলায়।

১১২-১১৩। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত 'কৌমার' ; দশ বৎসর পর্য্যন্ত 'পৌগণ্ড' ; একাদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত 'কৈশোর' ; তৎপরে 'যৌবন'। কৌমারে বাৎসল্য, পৌগণ্ডে সখ্য এবং কৈশোরে শৃঙ্গার-রস।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তদন্তর্ভুক্ত ! বিকৃত 'নদীয়া-নাগরী'-বাদ নামক অসৎমতের আনুগত্যে ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগজনের প্রদর্শিত পথ নহে—ঐ মতবাদিগণ জড়ভোগবাদী, সুতরাং বিষ্ণুবিদ্বেষী।

১০৮। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ও পিতামাতার উৎকণ্ঠা কিয়ৎ-পরিমাণে লাঘব করিবার মানসে নিজ সুহৃৎ উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুহৃৎ উদ্ধবকে দেখিয়া শ্রীমতী রাধিকা নিজের সুতীব্র অন্তিম উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক প্রচুর ভাবময় গূঢ়রোষ বিবিধভাষায় প্রকাশ করেন, সেই মাথুরভাবে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাতন্ময়তা লাভ করিয়া অহর্নিশ মত্ত ছিলেন—ইহাই 'চিত্র-জল্প'-ভাব। উজ্জ্বলনীলমণৌ—'প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষা-ভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ।।" শ্রীগৌরপদাশ্রিতজনে এই সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভই কৃষ্ণভজন। বিপ্রলম্ভা-তিশয্যই সম্ভোগের কারণ—ইহা না বুঝিয়া অনেকে সম্ভোগ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫। 'কাম' অর্থাৎ সাক্ষাৎমন্মথস্বরূপ স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ কৈশোরবয়সে রাসাদিলীলা করিয়া সকল জগৎকে এবং বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর—এই তিন বয়সকে সফল করিয়াছিলেন।

১১৬। অমঙ্গলশূন্য শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর-বয়সে রজনীযোগে স্ত্রীগণমধ্যে স্থিত হইয়া বিহার করত কৈশোর-বয়সকে বিশেষ সম্মান করিয়াছেন। মহাভাবময়ী রাধা ও ভাবময়ী গোপীগণের মধ্যস্থিত পরমচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণই কূটস্থ তত্ত্ব।

১১৭। এই কৃষ্ণ প্রগল্‌ভতা-সহকারে পূর্ব্বরজনীর রতিকলা-সম্বন্ধীয় বাক্যদ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নদ্বয়কে লজ্জার দ্বারা আবৃত-প্রায় করিয়া, তাঁহার স্তনযুগলে চিত্রকেলি ভ্রমরাদি চিত্রিত করত সখীদিগের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এবম্ভূত রসক্রীড়াদ্বারা কুঞ্জে বিহার করত হরি কৈশোর-বয়স সফল করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

স্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া সাধক ও সিদ্ধ উভয় জীবনে বিপ্রলম্ভ-রসোদ্দীপ্তির একমাত্র আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না।

১১৬। ক্ষপিতাহিতঃ (ক্ষপিতং বিনাশিতং অহিতং অকল্যাণং যেন সঃ) সোঽপি মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ অপি) কৈশোরকবয়ঃ মানয়ন্ (সফলীকুর্ব্বন্) স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ (স্ত্রীরত্নানাং গোপীনাং কূটেষু সমূহেষু স্থিতঃ সন্) ক্ষপাসু (শারদীয়-নিশাসু) রেমে।

১১৭। ধীরললিত নায়কের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের ধীরললিত-নায়কত্ব দেখাইতেছেন,—

* পাঠান্তরে—"কৈশোর বয়স, কাম, জগৎসকল ।
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল ॥"

বিদগ্ধমাধব (৭।৩)—

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণলীলায় ত্রিবিধ বাঞ্ছার অপূরণ ঃ—

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস-চর্ব্বণ ॥ ১১৯ ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১২০ ॥

তাঁহার (১) প্রথম বাঞ্ছা ঃ—

তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে,—'আমি হই রসের নিদান ॥ ১২১ ॥

রাধাপ্রেমের সামর্থ্য ও গাঢ়ত্ব বিচার ঃ—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১২২ ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥ ১২৩ ॥
রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১২৪ ॥

গোবিন্দলীলামৃত—(৮।৭৭)—

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্ব-পশ্চাৎ ॥ ১২৫ ॥

কৃষ্ণ ও রাধার পরস্পর প্রেমের তুলনা ও বৈশিষ্ট্য ঃ—

নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ॥ ১২৬ ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময় ॥ ১২৭ ॥
রাধা-প্রেমা বিভু—যার বাড়ীতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১২৮ ॥
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥ ১২৯ ॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৮। হে সখি, যদি মথুরায় হরি ও মধুরনয়নী রাধিকা প্রকট না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টি, বিশেষতঃ কন্দর্পসর্গ বিফল হইত।

১২১। রসের নিদান—রসের মূল কারণ। পাঠান্তরে 'রসের নিধান'—রসের ভাণ্ডার।

১২৫। 'হে প্রিয়সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' 'রাধে, কৃষ্ণপাদমূল হইতে আসিতেছি।' 'কৃষ্ণ কোথায়?' 'কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ড-কাননে)।' 'তিনি কি করিতেছেন?' 'নৃত্যশিক্ষা করিতেছেন।' 'নৃত্যশিক্ষার গুরু কে?' 'তোমার মূর্ত্তি দিগ্বিদিকে তরুলতাসকলকে স্ফূর্ত্তি করিয়া শৈলূষী অর্থাৎ বাজীকরের ন্যায় আপনার পাছে পাছে নৃত্য করিতেছে ; তাহারই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।' এইটী প্রশ্নোত্তরময় শ্লোক।

১২৭-১৩০। আমি কৃষ্ণ যেরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকলের আশ্রয়, যথা,—নির্ব্বিকার ও স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বব্যাপী ও সুন্দর মূর্ত্তিমান্, নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষপাতী, আত্মারাম ও ভক্তপ্রেমাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি, রাধাপ্রেমও সেইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মে পরিপূর্ণ ; যথা—চরম মহাভাবময় অথচ সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, প্রেমগৌরবে পূর্ণ অথচ গৌরববিহীন, নির্ম্মল অথচ বাম্যাদি-পূর্ণ।

অনুভাষ্য

সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া (সূচিতং প্রকাশীকৃতং শর্ব্বর্য্যাঃ যামিন্যাঃ রতেঃ কলায়াঃ কৌশলস্য প্রাগল্ভ্যং ঔদ্ধত্যং যয়া সা তয়া) বাচা সখীনাং অগ্রে রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং (ব্রীড়য়া লজ্জয়া কুঞ্চিতে লোচনে যস্যাঃ সা তথাবিধাং) বিরচয়ন্ (কুর্ব্বন্) তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলি-মকরীপাণ্ডিত্যপারঙ্গতঃ (তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ বক্ষোরুহয়োঃ কুচয়োঃ চিত্রকেলিমকরীনির্ম্মাণে যৎ পাণ্ডিত্যং তস্য পারং গতঃ ইতি সোপহাসোক্তিঃ, তন্নির্ম্মাণকালে কর-কম্পনেন চিত্রস্য বক্রত্বাৎ ; অত্র পুনঃ পুনঃ বক্রাঙ্কনং সুষ্ঠুং কর্ত্তুং ঋজুরেখানির্ম্মাণব্যাজেন পুনঃ পুনঃ বক্ষস্পর্শাৎ রহসি দ্বিবিধ-সম্ভোগ-ভেদস্যান্যতমঃ সম্প্রয়োগাবসরঃ) অসৌ হরিঃ (ব্রজবিলাসী) কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্ (কুর্ব্বন্) কৈশোরং (বয়ঃ) সফলীকরোতি।

১১৮। শ্রীবৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন,—

হে মধুরাক্ষি, মথুরায়াম্ এষঃ হরিঃ রাধিকা চ চেৎ (যদি) ন অবাতরিষ্যৎ, তদা অত্র বিসৃষ্টিঃ (জগৎসৃষ্টিঃ) বৃথা অভবিষ্যৎ; বিশেষতঃ মকরাঙ্কঃ (কন্দর্পসর্গঃ) তু [বৃথা অভবিষ্যৎ]।

১২৫। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধ্যাহ্নিক লীলার অভ্যন্তরে শ্রীরাধা ও বৃন্দার পরস্পর উক্তি ও প্রত্যুক্তি,—

হে প্রিয়সখি বৃন্দে, ত্বং কস্মাৎ? (আগতা ইতি শ্রীরাধিকায়াঃ প্রশ্নস্যোত্তরে বৃন্দা বদতি,) হরেঃ (ভগবতো যশোদানন্দনস্য)

দানকেলিকৌমুদী (২)—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৩১ ॥

সেই প্রেমের 'বিষয়' কৃষ্ণ, ও আশ্রয়' রাধিকা ঃ—

সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়' ॥ ১৩২ ॥

বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর সুখের তারতম্য ঃ—

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ ১৩৩ ॥

আশ্রয়ের সুখাধিক্য-দর্শনে বিষয়ের 'আশ্রয়' হইবার সাধ ঃ—

আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥ ১৩৪ ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥' ১৩৫ ॥
এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি ॥ ১৩৬ ॥

(২) দ্বিতীয় বাঞ্ছা ঃ—

এই এক, শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি' কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ ১৩৭ ॥

নিজ-মাধুর্য্যে নিজেরই চমৎকার ও আকর্ষণ ঃ—

'অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ ১৩৮ ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১৩৯ ॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ ১৪০ ॥
আমার মাধুর্য্য নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ ১৪১ ॥
মন্মাধুর্য্য, রাধার প্রেম—দোঁহে হোড় করি'।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি ॥ ১৪২ ॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১৪৩ ॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন-মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩১। রাধিকার অনুরাগ বিভু অর্থাৎ শেষসীমাবিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, অত্যন্ত গুরু হইয়াও গৌরবাচরণ-বিহীন, শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াও মুহুর্মুহুঃ বক্রগতিবিশিষ্ট ; এইরূপ কৃষ্ণে যে রাধিকার অনুরাগ, তাহা জয়যুক্ত হউক্।

১৩২-১৩৫। যিনি প্রেম করেন, তিনি প্রেমের 'আশ্রয়' ; যাঁহাকে প্রেম করা যায়, তিনি প্রেমের 'বিষয়'। রসতত্ত্বে 'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী'—এই চারিপ্রকার সামগ্রী আছে। বিভাবরূপ সামগ্রী দুইপ্রকার—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। রাধার প্রেমের আশ্রয়—রাধিকা ও প্রেমের একমাত্র বিষয়—কৃষ্ণ। 'আমি কৃষ্ণ, আমাতে যে সুখ আস্বাদিত হয়, তাহা বিষয়জাতীয় সুখ ; কিন্তু আশ্রয়ে যে আহ্লাদ বা সুখ আছে, তাহা আমার বিষয়জাতীয় সুখ হইতে কোটিগুণ (অধিক)। আশ্রয়জাতীয় সুখ রাধিকাই ভোগ করেন, আমি কৃষ্ণরূপে তাহা ভোগ করিতে পারি না। যদি কখনও সেই প্রেমের 'আশ্রয়' হইতে পারি, তবেই আশ্রয়-জাতীয় সুখরূপ পরমানন্দ অনুভব করিব। এই আশ্রয়গত প্রেমাস্বাদের লোভই আমার বাঞ্ছা।'

১৩৭-১৪৫। দ্বিতীয় বাঞ্ছা এই—কৃষ্ণের মাধুর্য্য অদ্ভুত, অনন্ত ও অসীম। এই মাধুর্য্য একা রাধিকা স্বীয় আশ্রয়গত প্রেমদ্বারা আস্বাদন করেন। রাধিকার শুদ্ধপ্রেমদর্পণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও তাহার স্বচ্ছতা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পায়। আমার মাধুর্য্য অসীম বলিয়া বৃদ্ধির অযোগ্য হইলেও বর্দ্ধনশীল এবং রাধিকার স্বচ্ছতাপূর্ণ প্রেমদর্পণের অগ্রে তাহা নব-নবরূপে ভাসমান ; সুতরাং মদীয় মাধুর্য্য ও রাধার প্রেম—দুইই পরস্পর সমস্পর্দ্ধী

অনুভাষ্য

পাদমূলাৎ ; অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ কুতঃ? (কুত্র ইতি শ্রীরাধায়াঃ পুনঃ প্রশ্নে, বৃন্দায়াঃ উত্তরং) কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ডসমীপস্থকাননে)। [শ্রীরাধা পুনঃ পৃচ্ছতি,] ইহ [সঃ] কিং কুরুতে? [বৃন্দাহ,] নৃত্যশিক্ষাম্ ; [রাধাহ,] গুরুঃ কঃ? [বৃন্দোবাচ,] দিগ্‌বিদিক্ষু (দশদিশি) প্রতিতরুলতাং (তরুলতাঃ প্রতি) শৈলূষী (উৎকৃষ্টনটী) ইব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং (কৃষ্ণং) স্বপশ্চাৎ পরিতো নর্ত্তয়ন্তী ভ্রমতি।

১৩১। বিভুঃ (ব্যাপকঃ) অপি সদা অভিবৃদ্ধিম্ (অভিতো বৃদ্ধিং) কলয়ন্ (ধারয়ন্) গুরুঃ অপি (শ্রেষ্ঠোঽপি) গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ (দাক্ষিণ্যসেবয়া হীনঃ) [মদীয়তাময়-মধুস্নেহোত্থত্বাৎ] মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) উপচিতবক্রিমা (উপচিতঃ বর্দ্ধিতঃ বক্রিমা কৌটিল্য-পর্য্যায়ঃ বাম্যলক্ষণো যস্মিন্ তথাভূতঃ) অপি শুদ্ধঃ (নিরুপাধিকঃ) মুরদ্বিষি (মুরারৌ শ্রীকৃষ্ণে) রাধিকানুরাগঃ (শ্রীরাধিকায়াঃ অনুরাগঃ) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নিজ মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত তদাস্বাদকারিণীর রূপগ্রহণে লোভ ঃ—

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায় ।
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥' ১৪৫ ॥

ললিতমাধব (৮।৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৬ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের বল ও তদাস্বাদন-নিমিত্ত কৃষ্ণের চেষ্টা ঃ—

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল ।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ ১৪৭ ॥
শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন ।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যে তৃপ্তির অভাব, কেবল লোভবৃদ্ধি ঃ—

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে ।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥ ১৪৯ ॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন ।
'অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥ ১৫০ ॥
কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই ।
তাহাতে নিমেষ,—কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥' ১৫১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮২।৩৯)—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি ।
দৃগ্ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ১৫২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং, ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১৫৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়া পরস্পরকে বাড়িয়া যাইতে চায়, কেহ হারিতে চায় না। সেই স্বীয় মাধুরী রাধিকার প্রেমদর্পণাদিতে দেখিয়া আস্বাদন করিতে আমার লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে রাধিকার স্বরূপ অঙ্গীকার করিবার জন্য আমার চিত্ত ধাবিত হয়।

১৪৬। কৃষ্ণ কহিলেন,—আহা! এই প্রগাঢ় মাধুর্য্য-চমৎকার-কারী অবিচারিতপূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটী কে? ইঁহাকে দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।

১৫২। গোপীগণ বহুদিনের বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দর্শনসময়ে চক্ষের নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা হৃদয়ে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট আলিঙ্গন করত প্রেমভাব লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভাব ব্রহ্মধ্যাতা যোগিদিগেরও অপ্রাপ্য।

১৫৩। গোপীগণ কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, তুমি দিবাভাগে যখন বনে গমন কর, তখন তোমার কুটিল কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখ না দেখিয়া

অনুভাষ্য

১৪২। হোড় করি'—স্পর্দ্ধা করিয়া।

১৪৬। দ্বারকায় নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রতিকৃতিতে স্বসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বলিতেছেন,—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ (অননুভূতপূর্ব্বঃ) চমৎকারকারী (বিস্ময়োৎপাদকঃ) এষঃ গরীয়ান্ মম কঃ [অনির্ব্বচনীয়ঃ] মাধুর্য্যপূরঃ (সৌন্দর্য্যপুঞ্জঃ) স্ফুরতি (প্রকাশয়তি)। অয়ম্ অহং (কৃষ্ণঃ) অপি যং (প্রতিবিম্বরূপং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) রাধিকা ইব লুব্ধচেতাঃ [সন্] সরভসং (সৌৎসুক্যং) উপভোক্তুং কাময়ে (অভিলষামি)।

১৪৭। স্বয়ং কৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া গোপী, বলদেব, নারায়ণ, লক্ষ্মী, অন্যান্য প্রাণী—সকলকেই, কৃষ্ণমাধুর্য্য চঞ্চল করিতে স্বাভাবিক সামর্থ্যবিশিষ্ট।

১৫২। কুরুক্ষেত্রে বৃষ্ণিগণের সহিত গোপগণের মিলনের পর শুকদেব-কর্ত্তৃক কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের মনোভাব-বর্ণন,—

যৎপ্রেক্ষণে (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনে) দৃশিষু (নেত্রেষু) পক্ষ্মকৃতং (ব্যবধানকারক-নেত্রলোম-কৃতং বিধাতারং) শপন্তি (ভর্ৎসয়ন্তি) সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ [তং] অভীষ্টং (কৃষ্ণং) চিরাৎ (বহুকালানন্তরং) [কুরুক্ষেত্রে] উপলভ্য দৃগ্ভিঃ (নেত্রদ্বারৈঃ) হৃদিকৃতং (হৃদয়ে প্রবেশিতং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) নিত্যযুজাং (আরূঢ়যোগিনাম্) অপি দুরাপং (দুর্ল্লভং) তদ্ভাবং (পরমানন্দ-ঘনতাম্) আপুঃ (প্রাপুঃ)।

১৫৩। রাসকালে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় তদুদ্দেশে গোপী-গণের বিলাপগীতি,—

যৎ (যদা) অহ্নি (দিবাভাগে) ভবান্ কাননং (বৃন্দাবনম্) অটতি (গচ্ছতি), তদা ত্বাম্ অপশ্যতাং [প্রাণিনাং] ত্রুটীঃ (ক্ষণার্দ্ধমপি কালঃ) যুগায়তে (যুগমিতকালপ্রতীতির্ভবতি)। তে (তব) কুটিলকুন্তলং (কুটিলাঃ বক্রাঃ কুন্তলাঃ কেশাঃ যস্মিন্ তং) শ্রীমুখম্ উদীক্ষতাম্ (উচ্চৈঃ ঈক্ষমাণানাং) চ দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ (নিমেষস্রষ্টা বিধাতা) জড়ঃ (মূর্খঃ) এব।

কৃষ্ণরূপ দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা ঃ—

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ১৫৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২১।৭)—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বৈ নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ১৫৫ ॥

গোপীসৌভাগ্যে মথুরাবাসিনীগণের বিস্ময় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৪।১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৫৬ ॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৫৭ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৫৮ ॥

(৩) তৃতীয় বাঞ্ছা ঃ—

এই ত' দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৫৯ ॥

একমাত্র দামোদর-স্বরূপই ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন ঃ—

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৬০ ॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহ তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥ ১৬১ ॥

গোপীপ্রেমের সংজ্ঞা ঃ—

গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম ॥ ১৬২ ॥

গোপীর কাম ও প্রেম একই বস্তু ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৮৩-২৮৪) গৌতমীয় তন্ত্রবাক্য—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৬৩ ॥

কাম ও প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ ভেদ ঃ—

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমাদের এক এক ত্রুটিকালও যুগস্বরূপ হইয়া পড়ে। তোমার মুখদর্শক যে আমাদের চক্ষু, তাহাতে যে বিধাতা পলক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করি।

১৫৫। গোপীগণ কহিলেন,—হে সখিগণ, গাভীগণসহ বয়স্যগণ-বেষ্টিত হইয়া নন্দনন্দনদ্বয় যখন বনে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের বেণুগীতযুক্ত এবং অনুরক্ত-জনের প্রতি কটাক্ষ-কারী বদন যাঁহারা চক্ষের দ্বারা সেবন করেন, তাঁহারাই ধন্য। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর দেখা যায় না।

১৫৬। মথুরাবাসিনীগণ কহিলেন,—আহা! গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছেন! শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও যশসমূহের একান্ত আশ্রয়, দুর্ল্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, সমানাধিক-রহিত, লাবণ্যসাররূপ এই শ্রীকৃষ্ণ-বদনামৃত তাঁহারা নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করেন।

অনুভাষ্য

১৫৫। শরৎসমাগমে কৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীগোপীগণের গীতি-বাক্য,—

হে সখ্যঃ, বয়স্যৈ (সখিভিঃ) পশূন্ অনুবিবেশয়তোঃ (বনাৎ বনান্তরং প্রবেশয়তোঃ) ব্রজেশসুতয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) অনু-বেণুজুষ্টং (বেণুং বাদয়ৎ) অনুরক্ত-কটাক্ষ-মোক্ষং (স্নিগ্ধকটাক্ষ-বিসর্গং) বক্ত্রং যৈঃ নিপীতং (তৈর্যৎ জুষ্টং সেবিতং তৎ) ইদং বৈ অক্ষণ্বতাং (চক্ষুষ্মতাং) ফলং, পরম্ (অন্যৎ) ন বিদামঃ (বিদ্মঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৯। আশ্রয়জাতীয় প্রেমদ্বারা কৃষ্ণমাধুরী সম্যক্ আস্বাদন করিবার লোভ হইলেও কৃষ্ণ তাহা আস্বাদন করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। রাধিকার ভাবগ্রহণ করিবার দ্বিতীয় গূঢ়হেতু এই।

১৬২। "প্রেমের রূঢ়ভাব নাম"—প্রেমের নাম 'রূঢ়ভাব'; বস্তুতঃ নির্ম্মলপ্রেম কাম-শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না।

১৬৩। গোপরামাদিগের শুদ্ধপ্রেমকেই 'কাম' বলিয়া আখ্যা দেওয়া প্রথা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদিও ঐ প্রেমের পিপাসু।

১৬৪। লৌহ ও স্বর্ণের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিলক্ষণ, কাম ও প্রেম একজাতীয়প্রায় হইলেও তাহাদের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্।

অনুভাষ্য

১৫৬। মথুরায় কংসের রঙ্গভূমিতে তাহার মল্লদ্বয় মুষ্টিক ও চাণুরের সহিত মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত রামকৃষ্ণকে দেখিয়া সমবেত নারীগণের উক্তি,—

গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্, যৎ (যস্মাৎ) অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) লাবণ্যসারং (লাবণ্যেন সারং শ্রেষ্ঠম্) অসমোর্দ্ধং (ন বিদ্যতে সমং ঊর্দ্ধম্ অধিকঞ্চ যস্য তৎ) অনন্যসিদ্ধং (ন অন্যেন অলঙ্কারাদিনা সিদ্ধং কিন্তু স্বতঃ এব) অনুসবাভিনবং (প্রতিক্ষণম্ অভিনবং) দুরাপং (দুর্ল্লভং) যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য একান্তধাম রূপং দৃগ্‌ভিঃ পিবন্তি।

১৬২। গোপীগণের মহাভাবে সাত্ত্বিকভাবসকল উদ্দীপ্ত, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রেম 'রূঢ়ভাব'-সংজ্ঞায় কথিত হয়। "উদ্দীপ্তা

কাম ও প্রেমের সংজ্ঞা ঃ—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥ ১৬৫ ॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥ ১৬৬ ॥

কৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণ ও পরিচয় ঃ—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥ ১৬৭ ॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥ ১৬৮ ॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৬৯ ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ ১৭০ ॥

কাম ও প্রেমের পার্থক্য ঃ—

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৭১ ॥

কাম ও গোপীর কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ ১৭২ ॥

গোপীর গাঢ় কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৭৩ ॥

গোপীর শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেম ঃ—

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার ॥ ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৫-১৬৮। নিজসুখসম্ভোগ-তাৎপর্য্যযুক্ত বাঞ্ছার নাম 'কাম'। বেদে লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি শব্দদ্বারা যে কামনা উক্ত হইয়াছে, তাহাই লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, মুক্ত্যাদিরূপ আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজপরিজন-প্রীতি, স্বজনতাড়ন, ভর্ৎসন ও ভয়—এ সমস্তই কামরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির বাঞ্ছা ; এ সমস্ত কার্য্যে স্বীয় ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রবর্ত্তক। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধির অনুগত যে সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে ; 'আমি ফলভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে সমস্ত কামবাঞ্ছা।

অনুভাষ্য

সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।" কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় বলিয়া তাঁহাদের প্রেম নির্ম্মল,—কৃষ্ণেতর-ভোগময় ঘৃণিত 'কাম'-শব্দবাচ্য নয়।

১৬৩। গোপরামাণাং (ব্রজললনানাং) প্রেমা এব কাম ইতি প্রথাং (খ্যাতিম্) অগমৎ ; ইতি [হেতোঃ] উদ্ধবাদয়ঃ ভগবৎ-প্রিয়াঃ (অপর-রস-রসিকভক্তাঃ) অপি এতং (প্রেমাণং) বাঞ্ছন্তি।

১৬৫। "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাব-বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ।।" ধ্বংসের কারণ উদিত হইলেও দম্পতি-দ্বয়ের যে সুদৃঢ় ভাববন্ধন কোনপ্রকারেই ধ্বংস হয় না, তাহাই 'প্রেম' বলিয়া কথিত হয়। একান্তভাবে সর্ব্বাত্মদ্বারা আশ্রয়জাতীয় গোপীগণ কৃষ্ণবিষয়ে ভাববন্ধনে সুদৃঢ় আবদ্ধ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯। এই সর্ব্বত্যাগের দ্বারা দেহকার্য্য-মনঃকার্য্যাদি-পরিত্যাগের পরামর্শ হয় নাই। দেহকার্য্য-মনঃকার্য্যসকলেও যদি 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধিজনিত প্রবর্ত্তকপ্রবৃত্তি থাকে, তাহাও কাম নয়।

১৭৩। গোপীগণ কহিলেন,—হে প্রিয়! তোমার সুকোমল চরণকমল আমাদের কর্কশ স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই চরণদ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ, তাহা সূক্ষ্মপাষাণাদি-দ্বারা ক্ষত হওয়ায় অবশ্য ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবন-স্বরূপ তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে।

অনুভাষ্য

তাঁহারা কামরূপ আত্মসুখ-ত্যাগের আদর্শ হইয়া কৃষ্ণানন্দ-বিধান-সেবাকার্য্যেই তৎপরা, সুতরাং কৃষ্ণোদ্দেশে আত্মসুখ-ধ্বংসে তাঁহাদের প্রচুর আনন্দ ও ভাববন্ধনের সুদৃঢ়তাই লক্ষিত হয়।

১৭৩। রাসকালে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে তদুদ্দেশে গোপীগণের বিলাপগীতি,—

হে প্রিয়, তে (তব) যৎ সুজাতচরণাম্বুরুহং (সুজাতং সুকুমারং চরণাম্বুরুহং পদকমলং) কর্কশেষু (কঠিনেষু) স্তনেষু ভীতাঃ (স্পর্শনদুঃখাশঙ্কিতাঃ সত্যঃ বয়ং) শনৈঃ (সাবধানাঃ) দধীমহি (ধারয়ামঃ) তেন (চরণেন) অটবীং (বনস্থলীম্) অটসি (বিচরসি), তদা [ত্বৎচরণকমলং] কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্মপাষাণখণ্ডৈঃ) কিং স্বিৎ ন ব্যথতে ইতি ভবদায়ুষাং (ভবান্ এব আয়ুঃ জীবনং যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ ভ্রমতি (চঞ্চলতাং গচ্ছতি)।

কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৭৫ ॥

গোপীপ্রেমবদ্ধ কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানজন্য ক্ষমা-যাচ্ঞা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২১)—

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ১৭৬ ॥

শুদ্ধভক্তিপ্রকার-ভেদে কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য ঃ—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১৭৮ ॥

গোপীপ্রেমের নিকট কৃষ্ণের অপরিশোধ্য ঋণ ঃ—

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১৮০ ॥

গোপীর নিজদেহ-সজ্জার মূলেও কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য ঃ—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৮১ ॥
'এই দেহ কৈঁলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ ॥ ১৮২ ॥
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।'
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥ ১৮৩ ॥

লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪০) আদিপুরাণবচন—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥ ১৮৪ ॥

গোপীর সেবাসুখ কৃষ্ণসুখ অপেক্ষা কোটিগুণ বেশী ঃ—

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৬। হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও বান্ধবসকল পরিত্যাগ করিয়াছ ; তথাপি আমাতে তোমাদের অধিকতর অনুবৃত্তি হইবে বলিয়া আমি তিরোহিত হইয়াছিলাম। হে প্রিয়াগণ, তোমাদের প্রিয়সাধনে প্রবৃত্ত যে আমি, আমার প্রতি দোষারোপ করিও না।

অনুভাষ্য

১৭৬। রাসস্থলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোপীগণের বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণের উক্তি,—

হে প্রিয়াঃ অবলাঃ, এবং (অনেন প্রকারেণ) মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদস্বানাং (মদর্থং মৎপ্রাপ্তিনিমিত্তং উজ্ঝিতাঃ ত্যক্তাঃ লোকাঃ সংসার-ধর্ম্মাদয়ঃ, বেদাঃ পারলৌকিক-ধর্ম্মাঃ স্বাঃ চ নিজসম্বন্ধিপরিজনাশ্চ যাভিঃ কৃষ্ণৈকপ্রাণাভিঃ তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) ময়ি অনুবৃত্তয়ে (উক্তলক্ষণানামন্যেষাং ভক্তা-নামিবানুবৃত্তিবৃদ্ধ্যৈ) পরোক্ষম্ (অদর্শনং যথা ভবতি তথা) ভজতা (উপকুর্ব্বতা) ময়া তিরোহিতম্ (অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং) হি তৎ (তস্মাৎ) প্রিয়ং মা (মাম্) অসূয়িতুং (দোষদৃষ্ট্যা দ্রষ্টুং) মা (ন) অর্হথ।

১৭৮। আদি ৪র্থ পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮০। কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানফলে অদর্শনহেতু গোপীগণের বিলাপগীতি-শ্রবণে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮০। হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহুজীবনেও আমি নিজ-সৎকারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না ; যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসার-শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্য্যদ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

১৮৪। যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজশরীর কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন, হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেহই নাই।

অনুভাষ্য

নিরবদ্যসংযুজাং (নিরবদ্যা নিষ্কপটা সংযুক্ সম্যক্ মিলনং যাসাং তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয়ম্ অসাধারণং যৎ সাধুকৃত্যং সাধুকর্ম্ম তৎ) অহং বিবুধায়ুষাপি (বিবুধানাং দেবানাং আয়ুস্তৎকালমিতেনাপি) ন পারয়ে (শক্নোমি প্রতিদাতুমিত্যর্থঃ)। যাঃ (ভবত্যঃ) দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ (দুর্জ্জয়াঃ অনভিভব্যাঃ যাঃ গেহরূপাঃ শৃঙ্খলাস্তাঃ) সংবৃশ্চ্য (নিঃশেষং ছিত্ত্বা) মা (মাম্) অভজন্, তাসাং বঃ (যুষ্মাকম্) এব সাধুনা (সাধুকৃত্যেন) তৎ (যুষ্মৎসাধুকৃতং) প্রতিযাতু (প্রতিকৃতং ভবতু)।

১৮৪। হে পার্থ, যা গোপ্যঃ নিজাঙ্গং অপি মম ইতি (কান্তা-র্পিতমিদং শরীরং ভগবতঃ ইতি) সমুপাসতে (ভূষণাদিভি-

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ ১৮৬ ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥ ১৮৭ ॥
তাঁ সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥ ১৮৮ ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ পর্য্যবসান ॥ ১৮৯ ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥ ১৯০ ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ ॥ ১৯১ ॥
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥১৯২॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৯৩ ॥

কৃষ্ণের সুখে গোপীর সুখ ঃ—

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥ ১৯৪ ॥

কৃষ্ণের সুখবৃদ্ধিহেতু গোপীপ্রেম 'কাম' নহে ঃ—

অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে ॥ ১৯৫ ॥

স্তবমালায় কেশবাষ্টকে (৮)—

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তন-স্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১৯৬ ॥

গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক লক্ষণ ঃ—

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে-প্রকারে হয় প্রেম কাম-গন্ধ-হীন ॥ ১৯৭ ॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥ ১৯৮ ॥

সেব্য 'বিষয়ে'র প্রীতিতেই সেবক 'আশ্রয়ে'র শুদ্ধপ্রীতি ঃ—

প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৯৯ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ২০০ ॥

কৃষ্ণসেবাকালে নিজেন্দ্রিয়প্রীতি ঘৃণ্য ও দূরে পরিত্যাজ্য ঃ—

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ ২০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬-১৮৭। গোপীদিগের সুখবাঞ্ছা নাই, তথাপি গোপী-দর্শনে কৃষ্ণের যে সুখ হয়, কৃষ্ণদর্শনে গোপীর তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ সুখাস্বাদন উপস্থিত হয়।

১৯৪-১৯৫। যদিও কৃষ্ণ-দর্শনে গোপীর যে সুখ হয়, তাহাকে কেহ কেহ 'কাম' বলিয়া দোষ দিতে পারেন, তথাপি যখন গোপীদিগের মনের ভাব এই যে, 'কৃষ্ণ-দর্শনে আমরা সুখী হইয়াছি, এই ভাব গ্রহণ করিলে কৃষ্ণের সুখ অধিকতর পুষ্ট হইবে' তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই গোপীর সুখপ্রাপ্তির চরম হেতু। অতএব তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছারূপ কাম-দোষ নাই।

১৯৬। বন হইতে ব্রজে আসিতেছেন যে কেশব, তাঁহাকে আমি ভজনা করি। তিনি মৃদুহাস্যযুক্ত নটনশীল ভঙ্গীশতদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণকর্ত্তৃক পথিমধ্যে অর্চ্চিত হইয়াছেন। সেই গোপী-গণের স্তনস্তবকে ভ্রমরতুল্য তাঁহার নয়নের প্রান্তভাগ বিচরণ করিতেছে।

১৯৯-২০১। প্রীতির বিষয় যে কৃষ্ণ, তাঁহার যে আনন্দ, তাহাতেই প্রীতির আশ্রয় যে গোপীগণ তাঁহাদের আনন্দ। এরূপ আনন্দসমৃদ্ধিতে গোপীর নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ নাই। যেখানে নিরূপাধিক প্রেম, সেইস্থলে এই রীতি দেখিবে অর্থাৎ প্রীতির বিষয়ের সুখেই প্রীতির আশ্রয়ের সুখ। তবে এক কথা বলিতে পার যে, যেখানে নিজের প্রেমানন্দ হয়, সেখানে কৃষ্ণসেবানন্দের বাধা অবশ্য হইবে। এইজন্যই যেস্থলে সেবানন্দের বাধকরূপ আনন্দের উদয় হয়, সেস্থলে ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হয়।

অনুভাষ্য

রলঙ্করোতি) তাভ্যঃ (গোপীভ্যঃ) পরম্ অন্যৎ মে (মম) নিগূঢ়-প্রেমভাজনং (নিগূঢ়প্রেমপাত্রং) নাস্তি।

১৯৬। আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ (ব্রজবিলাসিনীশ্রেণীভিঃ) উপেত্য (অট্টালিকামারুহ্য) পথি (মার্গে) স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ (মন্দহাস্যাঙ্কুরং তেন করম্বিতাঃ যুক্তাস্তৈঃ) নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ (নটৎ অপাঙ্গং নয়নকটাক্ষং যস্য তস্য ভঙ্গীশতানি তৈঃ) অভ্যর্চ্চিতং (সর্ব্বতোভাবেন পূজিতং) স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরী-কাঞ্চলং (স্তনস্তবকাঃ গুচ্ছাঃ ইব তেষু সঞ্চরৎ নয়নয়োঃ চঞ্চরী-কয়োঃ ভৃঙ্গয়োঃ ইব অঞ্চলং প্রান্তভাগঃ যস্য সঃ তং) বিপিন-দেশতঃ (অপরাহ্ণে গোচারণাৎ) ব্রজে (নন্দীশ্বরে) বিজয়িনং কেশবং (কৃষ্ণং) ভজে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।২।৬২)—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥২০২॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৩।৫৪)—

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ২০৩ ॥

শুদ্ধভক্তের কৃষ্ণভক্তি বিনা মুক্তিতেও ঘৃণা ঃ—

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা-বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ ২০৪ ॥

কৃষ্ণে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তিই নির্গুণা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১১-১৩)—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ২০৫ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ২০৬ ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২০৭ ॥

নশ্বরভোগ দূরের কথা, মোক্ষাদিও ভক্তের কাম্য নহে ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ২০৮ ॥

গোপীপ্রেমের বর্ণন ঃ—

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ ২০৯ ॥

কৃষ্ণের সহিত গোপীর সম্পর্ক ঃ—

কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধবী, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা, সখী, দাসী ॥ ২১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দ-জনিত দেহের জড়তাকে সেবার বাধাকর জানিয়া দারুক অভিনন্দন করিলেন না।

২০৩। পদ্মলোচনা কৃষ্ণভামিনী কৃষ্ণদর্শনের বাধাকর নেত্রজল-বর্ষণশীল আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করিলেন।

২০৪। আরও দেখ, কৃষ্ণ-প্রেমসেবা ব্যতীত স্বসুখযুক্ত সালোক্যাদি মুক্তিও শুদ্ধভক্ত কদাচ গ্রহণ করেন না।

২০৫-২০৬। আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা ; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবান্তর ফলানুসন্ধান-রহিতা।

২০৭। সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না ; যেহেতু, আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

২০৮। আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও আমার সেবাতেই পূর্ণমনা হইয়া শুদ্ধভক্তগণ যখন সে সমুদয় গ্রহণ করেন না, তখন মায়িকভোগ ও সাযুজ্য-মুক্তি,—যাহা কালের দ্বারা অতি সত্বরে নষ্ট হয়, তাহা কেন ইচ্ছা করিবেন? সাযুজ্যমুক্তি-দ্বারা জীবের সত্তা কাল-কবলে পতিত হয় ; অতএব ভুক্তি ও সাযুজ্য-মুক্তি, ইহাদের স্থায়িত্ব নাই।

অনুভাষ্য

২০২। যেন (প্রেমানন্দেন) কংসারাতেঃ (কৃষ্ণস্য) বীজনে (চামরসেবনে) সাক্ষাৎ অক্ষোদীয়ান্ (মহান্) অন্তরায়ঃ (বাধকঃ) ব্যধায়ি, দারুকঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য সারথিঃ) অঙ্গস্তম্ভারম্ভম্ (অঙ্গানাং স্তম্ভারম্ভং জড়ীভাবম্) উত্তুঙ্গয়ন্তং (প্রাপয়ন্তং) তং প্রেমানন্দং (নিজানুভবার্হানন্দং) নাভ্যনন্দৎ (আনুকূল্যকরত্বে নৈব অভি-লষিতবান্)।

২০৩। অরবিন্দবিলোচনা (কমলনেত্রা রাধিকা) গোবিন্দ-প্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং (গোবিন্দস্য প্রেক্ষণং তস্য আক্ষেপী বাধকো যো বাষ্পপূরাশ্রুবৃন্দং তম্ অভিবর্ষিতুং স্বভাবো যস্য তম্) আনন্দম্ উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) অনিন্দৎ (নিনিন্দ)।

২০৫-২০৬। শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন,—মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ (মম গুণশ্রবণমাত্রেণ) সর্ব্বগুহাশয়ে (সর্ব্বান্তঃকরণবর্ত্তিনি) ময়ি, অম্বুধৌ (সমুদ্রে) গঙ্গাম্ভসঃ যথা, [তথা] অবিচ্ছিন্না (অপ্রতিরুদ্ধা, বিষয়ান্তরেণ ছেত্তুমশক্যা যা) মনোগতিঃ, পুরুষোত্তমে যা অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানরহিতা) অব্যবহিতা (দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডাদি-ব্যবধান-বিবর্জ্জিতা) ভক্তিঃ, সা নির্গুণস্য (ত্রিগুণাতীতস্য ভগবতঃ) ভক্তিযোগস্য লক্ষণম্ উদাহৃতং (কথিতং) হি।

২০৭। জনাঃ (হরিজনাঃ) মৎসেবনং বিনা (মদ্ভজনং ত্যক্ত্বা) দীয়মানং সালোক্যং (ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং) সার্ষ্টিং (সমানমৈশ্বর্য্যং) সামীপ্যং (নিকটবর্ত্তিত্বং) সারূপ্যং (সমান-রূপতাম্) একত্বম্ উত (সাযুজ্যমপি) ন গৃহ্ণন্তি (নাভিনন্দন্তি)।

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত ।
প্রেমসেবা পরিপাটী, ইষ্ট-সমীহিত ॥ ২১১ ॥

কৃষ্ণের নিজের সহিত গোপীর সম্বন্ধ-বর্ণন ঃ—
আদিপুরাণবচন—

সহায়া গুরুবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥ ২১২ ॥

লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৩৯) আদিপুরাণবচন—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্ ।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ২১৩ ॥

গোপীগণ-মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ঃ—

সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা ।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥ ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১১। ইষ্ট-সমীহিত—অভিলষিত চেষ্টা।

২১২। গোপীসকল আমার সর্ব্বস্ব—তাঁহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, উপভোগযোগ্যা, বন্ধুর ন্যায় প্রেমাচরণ করেন এবং বিবাহিত-স্বরূপে ব্যবহার করেন।

২১৩। আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐ সমস্ত আর কেহই জানেন না।

অনুভাষ্য

২০৮। অম্বরীষের ন্যায় ভক্তের গুণবর্ণনকালে দুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য,—

সেবয়া পূর্ণাঃ তে (ভক্তাঃ) মৎসেবয়া প্রতীতং (প্রাপ্তম্ অপি) সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ন ইচ্ছন্তি (নাভিলষন্তি), অন্যৎ (স্বর্গাদিকং) কালবিপ্লুতং (কালে নাশযোগ্যং) কুতঃ।

২১২। হে পার্থ, তে (তুভ্যম্) অহং সত্যং (স-শপথং নিশ্চিতং) বদামি—মে (মম) সহায়াঃ (রাসক্রীড়াদৌ সহায়াঃ) গুরবঃ (প্রেমশিক্ষাদৌ উপদেষ্টারঃ) শিষ্যাঃ (মদাজ্ঞাপালনপরাঃ) ভুজিষ্যাঃ (দাসীবৎ মৎসেবাপরাঃ) বান্ধবাঃ (বন্ধুবৎ প্রীত্যাচরণ-শীলাঃ) স্ত্রিয়ঃ (স্বপত্নীবৎ ভোগ্যাঃ)—[অতঃ] গোপ্যো মে কিং ন ভবন্তি? [অপি তু মৎসর্ব্বস্বা এবেত্যর্থঃ]।

২১৩। হে পার্থ, গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং (মম মহিমানং) মৎসপর্য্যাং (মম সেবাং) মৎশ্রদ্ধাং (মম স্পৃহনীয়ং) মন্মনোগতং (মম মনোঽভিপ্রায়ং) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) জানন্তি, [অন্যে] ভক্তাঃ ন জানন্তি।

২১৫। বিষ্ণোঃ (কৃষ্ণস্য) রাধা যথা প্রিয়া, তস্যাঃ (রাধায়াঃ)

লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৫) পদ্মপুরাণবচন—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২১৫ ॥

সর্ব্বলোক-মধ্যে বৃন্দাবন ও তন্মধ্যেও শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঃ—
লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৬) আদিপুরাণবচন—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী ।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥ ২১৬ ॥

মধুররসে শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস, অন্য
সব বস্তু তদুপকরণ ঃ—

রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ ২১৭ ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা, কৃষ্ণ-প্রাণধন ।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥ ২১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৫। রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান ; সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

২১৬। বৃন্দাবনধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্য ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে গোপিকাসকল ধন্য, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় 'রাধা' নাম্নী গোপী বর্ত্তমানা।

অনুভাষ্য

কুণ্ডং তথা প্রিয়ম্। সর্ব্বগোপীষু সা (শ্রীরাধিকা) একা এব বিষ্ণোঃ অত্যন্তবল্লভা (পরা প্রিয়তমা)।

২১৬। হে পার্থ, ত্রৈলোক্যে (ভূর্ভুবঃস্বর্লোকত্রয়মধ্যে) পৃথিবী ধন্যা, যত্র (পৃথিব্যাং) বৃন্দাবনং [নাম] পুরী [অস্তি]। তত্র (বৃন্দাবনে) অপি গোপিকাঃ ধন্যাঃ, যত্র মম রাধাভিধা [গোপী বর্ত্ততে]।

২১৭। শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব, অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ ক্রীড়ারসের বৃদ্ধির উদ্দেশে রসোপকরণ মাত্র। "সমন্তান্মাধবাকর্ষিবিভ্রমাঃ সন্তি সুভ্রুবঃ। তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ॥ সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন। প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ॥ ** আসাং সুষ্ঠুং দ্বয়োরেব প্রেম্ণঃ পরমকাষ্ঠয়া। ক্বচিজ্জাতু ক্বচিজ্জাতু তদাধিক্য-মিবেক্ষ্যতে॥ ** প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী।।"

কামৌৎসুক্যকৃত চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ-সমর্থা সুভ্রূ গোপীগণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকারই পঞ্চপ্রকার সখী। যথা—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ-সখী। পরমপ্রেষ্ঠ অষ্টসখীগণ প্রেমের পরাকাষ্ঠাবশতঃ কখনও মানকালে শ্রীকৃষ্ণের, কখনও বা খণ্ডিতাবস্থায় শ্রীরাধার পক্ষ অবলম্বন করিয়া একের প্রতি অনুরাগ ও অপরের প্রতি বিপক্ষ-ভাব প্রদর্শন করিয়া রসবৃদ্ধি করেন।

গূঢ় হইলেও রসিক ভক্তের জন্য বর্ণন ঃ—

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায় ।
না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ ২৩১ ॥
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ় ।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥ ২৩২ ॥

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-দাসেরই রসসিদ্ধান্তে অধিকার ঃ—

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ ২৩৩ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব ।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥ ২৩৪ ॥

অভক্তের দুর্ব্বুদ্ধিকে ভয়, কিন্তু তাহার অজ্ঞতাহেতু সুখ ঃ—

অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ ॥ ২৩৫ ॥
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে ।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥ ২৩৬ ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার ।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক চমৎকার ॥ ২৩৭ ॥

কৃষ্ণের গৌরাবতার-চিন্তা, হ্লাদিনী-শক্তির মাহাত্ম্য ঃ—

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে ।
'পূর্ণানন্দ-রসস্বরূপ সবে কহে মোরে ॥ ২৩৮ ॥

হ্লাদিনী-মাধুর্য্যে কৃষ্ণমাধুর্য্যের হীনতা ও পরাভব ঃ—

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন ।
আমাকে আনন্দ দিবে—ঐছে কোন্ জন ॥ ২৩৯ ॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ২৪০ ॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব ।
একলি রাধাতে তাহা করি' অনুভব ॥ ২৪১ ॥
কোটিকাম জিনি' রূপ যদ্যপি আমার ।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার ॥ ২৪২ ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন ।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ ২৪৩ ॥
মোর বংশী-গীত আকর্ষয়ে ত্রিভুবন ।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২৪৪ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ ।
মোর চিত্ত-ঘ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ ॥ ২৪৫ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস ।
রাধার অধর-রসে আমা করে বশ ॥ ২৪৬ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল ।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২৪৭ ॥

রাধিকার রূপ-গুণই কৃষ্ণের জীবন-সর্ব্বস্ব ঃ—

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু ।
রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু ॥ ২৪৮ ॥

কৃষ্ণের রাধাপ্রীতি অপেক্ষা রাধিকার কৃষ্ণপ্রীতির আধিক্য-বিচার ঃ—

এইমত অনুভব আমার প্রতীত ।
বিচারি' দেখিয়ে যদি, সব বিপরীত ॥ ২৪৯ ॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৫-২৩৬। তথাপি আমার চিত্তে এই আনন্দ হইতেছে যে, যে-সব অভক্তের ভয় করা যায়, তাহাদের এই গ্রন্থে প্রবেশ-সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং তাহারা পড়িবে না (বুঝিবে না)। ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ আছে?

অনুভাষ্য

সন্) শচীগর্ভসিন্ধৌ (শচ্যাঃ মাতুঃ গর্ভসমুদ্রে) হরীন্দুঃ (কৃষ্ণচন্দ্রঃ) সমজনি (প্রাদুরাসীৎ)।

২৩১। শ্রীগৌরাবতারের এই গূঢ় সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়গত বাসনা জগতে প্রকাশ করিতে যদিও যোগ্য হয় না, বা জগতে শ্রোতৃবর্গের অধিকারোচিত নয়, তথাপি এই কথা প্রকাশিত না হইলে জীব নিজচেষ্টাদ্বারা ইহার সীমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

২৩৪-২৩৫। এ সকল কথা গৌর-নিত্যানন্দের ভক্তেরই আনন্দ-বিধায়ক। গৌরভক্তগণ কোকিলসদৃশ ; সিদ্ধান্ত—আম্রপল্লবোপম ; কোকিল যেরূপ আম্রপল্লবের সমাদর করে,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৮। জীবাতু—জীবন।

২৪৯। আমি মনে করি, আমার রাধিকার প্রতি প্রীতি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার বিপরীত জ্ঞান হয়, অর্থাৎ আমার প্রতি রাধিকার প্রীতি আমা অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়।

অনুভাষ্য

তদ্রূপ ভক্তগণ ইহাতে পরমপ্রীতি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, উষ্ট্র যেরূপ কন্টকাদিদ্বারা জিহ্বাকে ক্ষতবিক্ষত না করাইয়া আম্রপল্লবাদি খাইতে বাসনা করে না, তদ্রূপ অভক্ত জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষী মিছাভক্তরূপ উষ্ট্রগণ এ সকল সিদ্ধান্তে কুতর্ক নির্ম্মাণ করে।

২৪২। কৃষ্ণ—মদনমোহন ; কৃষ্ণমাধুর্য্য কোটী কামদেবের অসামান্য সৌন্দর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ। কৃষ্ণরূপের সমান এবং তদধিক মাধুর্য্য কোনও বস্তুতে নাই। কৃষ্ণরূপের সহিত অন্য কোন রূপবানের তুলনা নাই।

পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ ২৫১ ॥

রাধিকার সম্পূর্ণ কৃষ্ণময়তা, সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনে আনন্দবিহ্বলতা ঃ—

কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি' কোলে ॥ ২৫২ ॥
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হয় অন্ধ ॥ ২৫৩ ॥

রাধার কৃষ্ণসেবা-সুখ কৃষ্ণেরও দুর্জ্ঞেয় ঃ—

তাম্বুলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দসমুদ্রে ডুবে, কিছুই না জানে ॥ ২৫৪ ॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে বলি, তবু না পাই তার অন্ত ॥ ২৫৫ ॥
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার অঙ্গের মাধুরী।
তাহা দেখি' সুখে আমি আপনা পাশরি ॥ ২৫৬ ॥

প্রপঞ্চে কান্ত-কান্তার তুল্য রস হইলেও চিদ্রাজ্যে কান্তরস অপেক্ষা কান্তা-রসের আধিক্য ঃ—

দোঁহার যে সম-রস, ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥ ২৫৭ ॥

রাধাসঙ্গে কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ ঃ—

অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সঙ্গে শত অধিকাই ॥ ২৫৮ ॥

ললিতমাধব—(৯।৯)—

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাসাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীরূপগোস্বামির উক্তি—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥ ২৬০ ॥

কৃষ্ণের স্ব-মাধুর্য্য-বলের বিচার ঃ—

তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা, তারে করে বশ ॥ ২৬১ ॥

রাধাসুখ আস্বাদিতে কৃষ্ণের ব্যগ্রতা ঃ—

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫১। আমার বেণুধ্বনিতে রাধিকার চেতন হরণ করে এবং রাধিকার কোমল গীত আমার চেতন হরণ করে। রাধিকার যখন চেতন-হরণ হয়, তখন তিনি তমালকে কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ লাভ করেন ; অথবা, আর একটী অর্থ—পরস্পর বংশ-ঘর্ষণে যে বেণুগীত-শব্দ হয়, তচ্ছ্রবণে রাধিকা হৃতচেতন হইয়া আমাকে ভ্রম করিয়া তমালকে আলিঙ্গন করেন।

২৫৭। ভরতমুনির মতে,—স্ত্রীপুরুষের রস সমান, কিন্তু তিনি মুনি হইয়াও আমার ব্রজরসের তত্ত্ব জানেন না ; কেন না, রাধিকার রস স্বরূপতঃ অধিক।

অনুভাষ্য

২৫৯। হে কল্যাণি (আনন্দবিগ্রহে), তে (তব) বিম্বাধরঃ (রক্তবর্ণাধরঃ) নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ (নির্ধূতৌ পরাজিতৌ অমৃতস্য মাধুরীপরিমলৌ যেন তাদৃশঃ), বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং (পঙ্কজস্য কমলস্য সৌরভং ইব সৌরভং যস্য তৎ), গিরঃ (বাচঃ) কুহরিতশ্লাঘাভিদঃ (কুহরিতানাং কোকিলধ্বনীনাং শ্লাঘাভিদঃ তিরস্কারিণ্যঃ), অঙ্গম্ (অবয়বঃ) চন্দনশীতলং (চন্দনবৎ শীতলং), ইয়ং তনুঃ (মূর্ত্তিঃ) সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্ (সৌন্দর্য্যাণাং সর্ব্বস্বং ভজতে যা সা)। হে রাধে ত্বাম্ আস্বাদ্য (প্রাপ্য) মম ইদম্ ইন্দ্রিয়কুলং (ইন্দ্রিয়গণঃ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) মোদতে (হ্লাদযুক্তো ভবতি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫৯। হে কল্যাণি! অমৃত-মাধুরী-পরিমল-বিজয়ী তোমার বিম্বাধর, পদ্মগন্ধযুক্ত তোমার মুখ, কোকিলধ্বনি-তিরস্কারী তোমার বাক্যসকল, চন্দনের ন্যায় শীতল অঙ্গ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ তোমার শরীর,—এতাদৃশ রূপগুণ-লীলাময়ী তোমাকে লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ মহামোদ লাভ করিতেছে।

২৬০। কংসারি-শ্রীকৃষ্ণের রূপে লোভযুক্ত শ্রীরাধার নয়ন-যুগল, কৃষ্ণস্পর্শে অতি হর্ষান্বিত তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয়, বাক্য-শ্রবণে উৎকণ্ঠিতা শ্রুতি (কর্ণ), কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে প্রফুল্ল নাসাপুট, কৃষ্ণের অধরামৃতবশীকৃত রসনা, সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখাব্জ, নম্রীভূত ধৈর্য্য-নাশক উৎকট রোমাঞ্চাদি-বিকারসমূহে ব্যস্ত অঙ্গসমূহ লক্ষিত হইল।

অনুভাষ্য

২৬০। কংসহরস্য (কংসান্তকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) রূপে (রূপ-দর্শনে) লুব্ধনয়নাং (লুব্ধে ক্ষোভযুক্তে নয়নে যস্যাঃ তাং কৃষ্ণরূপাকৃষ্টনেত্রাং), স্পর্শে (অঙ্গসঙ্গে) অতিহৃষ্যত্ত্বচং (অতি-হৃষ্যন্তী পুলকিতা ত্বক্ যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণস্পর্শাত্যানন্দিতগাত্রাং), বাণ্যাং (বাচি) উৎকলিতশ্রুতিং (উৎকলিতে উৎসুকে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণশব্দশ্রবণোৎকর্ণাং), পরিমলে (অঙ্গসৌরভে) সংহৃষ্টনাসাপুটাং (সংহৃষ্টে নাসাপুটে যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণসুগন্ধ-

নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে ।
সেই সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ২৬৩ ॥

নানাভাবে রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে গৌরাবতার ঃ—

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার ।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার ॥ ২৬৪ ॥

রাগভজন-বিধির প্রচার ও আচার ঃ—

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে-প্রকারে ।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণদ্বারে ॥ ২৬৫ ॥

আশ্রয়জাতীয়-ভাব বিনা বিষয়জাতীয়-ভাবে সেবা-সুখ অনাস্বাদ্য ঃ—

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ ২৬৬ ॥
রাধিকার ভাবকান্তি-অঙ্গীকার বিনে ।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২৬৭ ॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তার বর্ণ ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥' ২৬৮ ॥

গৌররূপে অবতরণকালে যুগাবতার-কাল ও অদ্বৈতের আকর্ষণের সম্মিলন ঃ—

সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ, এই ত' নিশ্চয় ।
হেনকালে আইল যুগাবতার-সময় ॥ ২৬৯ ॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন ।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণে আকর্ষণ ॥ ২৭০ ॥

পূর্ব্বে গুরুবর্গের অবতার, পশ্চাৎ স্বয়ংরূপ গৌরের অবতার ঃ—

পিতামাতা, গুরুগণ আগে অবতরি' ।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি' ॥ ২৭১ ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ—শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু ।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥ ২৭২ ॥
এই ত' ষষ্ঠশ্লোকের করিলুঁ ব্যাখ্যান ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পাদপদ্ম করি' ধ্যান ॥ ২৭৩ ॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির শ্লোক প্রমাণ-সমর্থ ॥ ২৭৪ ॥

স্তবমালায় দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকে (৩)—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২৭৫ ॥

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণম্ ।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্ ॥ ২৭৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতার-মূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৬। বিজাতীয়—বিষয়জাতীয়।

২৬৯-২৭৪। পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার বাঞ্ছাপূরণ, ভক্তগণকে রাগমার্গীয় ভক্তির আচরণের দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিব, এই সকলভাবে যে-সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার জন্য নিশ্চয় করিলেন, সেই সময় যুগাবতারকাল উপস্থিত হইল এবং সেই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণকে আরাধন করিলেন। এতৎ-প্রযুক্ত রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে শচীগর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গস্বরূপে উদিত হইলেন। স্বরূপগোস্বামীর দুই শ্লোকে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা শ্রীরূপগোস্বামীর শ্লোক-দ্বারা প্রমাণ করিতেছি।

অনুভাষ্য

ঘ্রাণাদ্ভুতমোদাম্), অধরপুটে (অধরামৃতপানে) আরজ্যদ্রসনাং (আরজ্যন্তী অনুরাগভরা রসনা জিহ্বা যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণাধরানুরক্ত-রসনাং), ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং (ন্যঞ্চৎ পূজিতং মুখং এব অম্ভোরুহং যস্যাঃ তাম্, অবনতবদনকমলাং) বহিঃ অপি কিল দম্ভোদ্গীর্ণ-মহাধৃতিং (দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা প্রকাশিতা মহতী ধৃতিঃ ধৈর্য্যং যস্যাঃ তাং বহির্ব্বাম্যচেষ্টাবতীং) অপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং (প্রোদ্যতা প্রকর্ষেণ উদ্ভূতেন বিকারেণ আকুলাম্ অন্তঃক্রীড়ৌৎ-সুক্যপরাং) [রাধামহং স্মরামি]।

২৭১। অবতারি—অবতরণ করাইয়া।

২৭৫। আদি ৪র্থ পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭৬। কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং (গৌরতত্ত্বনিরূপণাত্মকং) মঙ্গলাচরণম্, অবতারে (গৌরাবতারবিষয়ে) প্রয়োজনং চ শ্লোক-ষট্কৈঃ ('বন্দে গুরূন্' ইত্যারভ্য 'গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ' ইত্যন্তৈঃ শ্লোকৈঃ ষট্সংখ্যকৈঃ) নিরূপিতম্।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৬। মঙ্গলাচরণ, কৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণ এবং চৈতন্যা-বতারের প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয় ছয়টী শ্লোকদ্বারা নিরূপিত হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।